

জাতীয়
ভোটার
দিবস

৩ মার্চ ২০১৯

ভোটের
ভেঁদে

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেষ্টা

হেলালুদ্দীন আহমদ

সচিব

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আহ্বায়ক

এস এম আসাদুজ্জামান

যুগ্মসচিব (জনসংযোগ)

সদস্য

নাছিমা আক্তার

লাইব্রেরিয়ান

মোঃ লুৎফুল কবীর সরকার

সহকারী সচিব

সাব্বির আহমদ

সহকারী পরিচালক

ফাহিমদা সুলতানা

সহকারী সচিব

মোঃ আশাদুল হক

সহকারী পরিচালক

তানজুম হাসান অর্চি

নির্বাচন অফিসার

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১৯

প্রকাশক

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ডিজাইন এন্ড প্রোডাকশন

বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেড (বিএমটিএফ)

সূচিপত্র

ছবিসহ ভোটার তালিকার গোড়ার কথা	১৫
ভোট, ভোটাধিকার ও জাতীয় ভোটার দিবস	১৭
জাতীয় ভোটার দিবসের তাৎপর্য ও প্রাসংগিকতা	১৯
“My Vote, My Right, My Choice” Creating Awareness	২৫
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের একটি জনসংশ্লিষ্ট ব্যতিক্রমী উদ্যোগ	৩২
National Voter Day, Right to Vote and Related Issues - Bangladesh Perspective	৩৩
বাংলাদেশে নির্বাচনে পর্যবেক্ষণ	৩৭
জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার	৩৯
বাংলাদেশে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক	৪৩
নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)	৪৮
Challenges and Strategies to Promote Voter List Updating	৫২
FEMBoSA পরিক্রমা	৫৫
বিশ্বব্যাপী নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির চালচিত্র : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৫৭
ভোটার দিবস উদযাপন ও Physically Challenged ভোটার	৫৯
কবিতা	৬০
NID নিয়ে গান	৬২

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৭ ফাল্গুন ১৪২৫

১ মার্চ ২০১৯

দেশে প্রথম বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোটাধিকার প্রয়োগে এ আয়োজন জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্হপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

‘ভোটার হব, ভোট দেব’ এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্যটি যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও উন্নয়নের মৌলিকভিত্তি এ প্রতিপাদ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। একজন যোগ্য নাগরিকও যাতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি থেকে বাদ না পড়েন, জাতীয় ভোটার দিবসে আমি এ আহবান জানাই।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যোগ্য নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিসহ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদেরকে জাতীয় পরিচয়পত্রও প্রদান করে থাকে। নির্বাচন কমিশন আঠার বছরের উর্ধ্বের সকল নাগরিকের ছবি ও আঙুলের ছাপের বায়োমেট্রিক তথ্যসহ কম্পিউটারভিত্তিক ডাটা বেইজ প্রস্তুত করছে। এই জাতীয় পরিচয় পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তির সঠিক পরিচয় যাচাই করে সকল সরকারি চাকরিজীবীর বেতন, পেনশন, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও বিধবাসহ সকল ভাতাভোগীকে রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে তাদের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য আমি সাধুবাদ জানাই।

জাতীয় ভোটার দিবস-২০১৯ উদযাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচি সফল হোক-এ কামনা করছি

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ



বাণী

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘ভোটার হব, ভোট দেব’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পহেলা মার্চ ২০১৯ তারিখে দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মনে করি, প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে এবং তা তরুণ ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করবে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দেওয়া বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গঠনের বিধান রয়েছে। আর এসব নির্বাচনের জন্য আবশ্যিকীয়ভাবে প্রয়োজন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক সংস্থা। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান নির্বাচন কমিশন তার এই মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করছে। বস্তুত ২০০৮ সালের পর থেকে নির্বাচন কমিশন প্রণীত ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। তার মানে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে দেশবাসীর আস্থা অর্জন করেছে। জাতীয় ভোটার দিবসের এ উদযাপন নির্বাচন কমিশনের সে প্রত্যয়েরই বহিঃপ্রকাশ।

যে কোন জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একজন নাগরিককে অবশ্যই ভোটার হতে হবে। তাই জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হইনি এমনসব যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য এবং আগামী সকল নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় ভোটার দিবস-২০১৯ উদযাপনের জন্য গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আনিসুল হক এম.পি



বাণী

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় ভোটার দিবস’ উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ দিবসটির প্রবর্তন ও জাতীয়ভাবে উদযাপন করতে পেরে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এর আগে নির্বাচন কমিশনের জন্য কোন ভোটার দিবস নির্ধারণ করা ছিল না; আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্বগুলি নিরন্তর পালন করে গেলেও সেটি একটি বিশেষ দিনে উদযাপনের সুযোগ ছিল না। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান নির্বাচন কমিশন ‘জাতীয় ভোটার দিবস’ প্রবর্তন ও জাতীয়ভাবে তা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আমরা সকলে জানি যে, স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ হলেও ১৯৭১ সালের ১ মার্চ তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলকে জনগণের ম্যান্ডেট মেনে নিয়ে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। এ কারণে ০১ মার্চ আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ০১ মার্চকে “জাতীয় ভোটার দিবস” হিসেবে নির্ধারণ করায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই।

যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠনের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং এতে নির্বাচকমন্ডলী তথা ভোটারগণ ভোট প্রদান করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে, সেহেতু ভোটার হওয়া এবং ভোট দান করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি মৌলিক স্তম্ভ। এ দুটি স্তম্ভের উপরই আমাদের গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। এ বিবেচনায় ‘ভোটার হব, ভোট দেব’ কে জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা এ বছরের ভোটার দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যটি দেশবাসীর কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

ভোটার তালিকা প্রণয়নকে নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। ভোটার তালিকার ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সচেতন। ত্রুটিমুক্ত সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়নে নির্বাচন কমিশন সচেষ্ট অবস্থানে রয়েছে।

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির সময় একজন ভোটার হলফ করে যে তথ্য প্রদান করেন সে তথ্যের ভিত্তিতেই তাকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। আমি এ বিষয়ে ভোটারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক থাকার জন্য আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় ভোটার দিবস-২০১৯ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কে এম নূরুল হুদা



বাণী

নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

১ মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় ভোটার দিবসের একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আমাদের মতো জনবহুল দেশে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ভোটার বয়সের সীমা পেরিয়ে ভোট প্রদানের উপযুক্ততা অর্জন করেন। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে এটি তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে তারা জাতীয় এবং স্থানীয় সকল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বা ভোট প্রদানের সুযোগ পান।

১ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদযাপন বিশেষত্বপূর্ণ মনে করি। মার্চ মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাস। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিকে উদ্দীপিত করেছিল। ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। গৌরবোজ্জ্বল মার্চ মাসের প্রথম দিনটিতে 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপন করে এই মাসের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো।

ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে দেশের সকল ভোটারের তথ্যভান্ডার রয়েছে। ভোটার নিবন্ধনের পর ভোটার তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি সকল ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে সকল ভোটারকে উন্নতমানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ভোটার তালিকা অনুযায়ী প্রকাশ করা হয় ভোটারদের আত্মপরিচয়ের পরিপত্র।

'জাতীয় ভোটার দিবসের' এই গুরুত্বপূর্ণ লগ্নে আমি সকল পুরোনো ও নতুন ভোটারদের অভিনন্দন জানাই। আশা করি, 'জাতীয় ভোটার দিবসে' প্রতিজন ভোটার তাদের সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে ভোটারের পবিত্রতা রক্ষা করে আইনানুগ, গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে অবদান রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন। সুন্দর ও স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র সমৃদ্ধ থাকবে।

'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপনের মধ্য দিয়ে ভোটারদের নাগরিক হিসেবে দায়িত্বশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তারা অধিকতর সচেতন হবেন, এটাই প্রত্যাশা।

মাহবুব তালুকদার



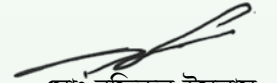
বাণী

নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের অন্যতম মাধ্যম নির্বাচন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল ভোটারকে অন্তর্ভুক্তি এবং তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন কাজে সচেতন করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটি দিন ধার্য আছে। বাংলাদেশেও প্রথমবারের মতো ১ মার্চ কে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ উদ্যোগ কে আমি সাধুবাদ জানাই।

‘ভোটার হব, ভোট দেব’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ১ মার্চ, ২০১৯ প্রথমবার জাতীয় ভোটার দিবসের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় ভোটার দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান ভোটারদের আরো সচেতন করবে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে থাকে। জাতীয় ভোটার দিবস এ কার্যক্রমকে নির্ভুল ও আরো বেগবান করবে এ আমার বিশ্বাস। এ উদ্যোগ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং জনগণের ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

‘জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। একই সাথে সকল ভোটারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।


মোঃ রফিকুল ইসলাম



বাণী

নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

দেশে প্রথমবারের মতো ১ মার্চ ২০১৯ 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপন হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের তরুণ ভোটারদের মাঝে ভোটার হওয়া ও ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯' উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক ও ভোটারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

'ভোটার হব, ভোট দেব' এবারের ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়। ভোটার হওয়ার মাধ্যমে একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপন ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্বের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশের সকল ভোটারের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্যাদি নির্বাচন কমিশনে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সকল ভোটারকে অত্যন্ত উন্নতমানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে, যা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপনের ফলে তরুণদের মাঝে ভোটার হওয়া এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়নে সকল নাগরিক ও ভোটার নির্বাচন কমিশনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে, এ আমাদের প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯' এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

কবিতা খানম



বাণী

নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশে প্রথমবারের মতো ১ মার্চ ২০১৯ 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালন করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক ও ভোটারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের চেতনায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ দেশের ভোটারগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেছে। বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াসে বর্তমান নির্বাচন কমিশন জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'ভোটার হব, ভোট দেব' এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার প্রধান নিয়ামককে নির্দেশ করে। আমি বিশ্বাস করি যে, জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও সংস্কৃতি একটি বিশেষ মাইলফলক অতিক্রম করবে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ ভোটারের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্যাদির ডাটাবেইজ রয়েছে। ভোটার নিবন্ধনের সময় ভোটারের এসকল তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। বর্তমান নির্বাচন কমিশন সকল ভোটারকে অধিক নিরাপত্তাবৈশিষ্ট্য সম্বলিত উন্নতমানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপনের মাধ্যমে দেশের তরুণ ভোটারদের মাঝে গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টি হবে যা দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথযাত্রায় নির্বাচন কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের সকল নাগরিক ও ভোটারদের সহযোগিতা কামনা করছি।

আমি 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯' উদযাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অবঃ)



বাণী

সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

‘ভোটার হব, ভোট দেব’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দেশে প্রথমবারের মতো ১ মার্চ ২০১৯ ‘জাতীয় ভোটার দিবস’ পালিত হতে যাচ্ছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহতি এ দিবসে আমি দেশের সকল নাগরিক ও ভোটারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন জানাচ্ছি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভোটারের গুরুত্ব অপরিসীম। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট Lyndon B. Johnson এর মতে “A man without a vote is a man without protection.” সে প্রেক্ষিতে ভোটার হওয়া ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করা একজন নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব। গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে নাগরিকগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি তথা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘জাতীয় ভোটার দিবস’ উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভোটার দিবস পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এর পাশাপাশি কমিশন প্রত্যেক ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে। দেশের সকল ভোটারের তথ্য-উপাত্ত কমিশনের ডাটাবেইজে সংরক্ষিত রয়েছে যা ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য তথ্যভান্ডার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের সকল ভোটারকে উন্নতমানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে এবং সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক সেবা প্রদানের জন্য রয়েছে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন সার্ভিস যা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নাগরিক সেবা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

‘জাতীয় ভোটার দিবস’ উদযাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম ভোটার হিসেবে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উন্নয়নে নির্বাচন কমিশন অবিরত নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের সকল নাগরিক ও ভোটারদের সহযোগিতা কামনা করছি।

আমি ‘জাতীয় ভোটার দিবস-২০১৯’ এর সাফল্য কামনা করছি।

হেলালুদ্দীন আহমদ



সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই হলো রাষ্ট্র চালনার মূল নায়ক। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন- যারা সরকার গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এজন্য প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচন ও গণতন্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভোটারকে তাদের ভোটারের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা দরকার যাতে তারা সঠিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারের গুরুত্ব তুলে ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভোটার দিবস পালন করা হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে তা আগে কখনও হয়নি। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মত সম্প্রতি বাংলাদেশে ভোটার দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে সরকার স্বাধীনতার মাসের প্রথম দিন ১ মার্চকে ভোটার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

ভোটার দিবস একদিকে যেমন দেশের জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র, নির্বাচন, সুশাসন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করবে; একইভাবে যখন যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন তখন তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হবেন এবং অন্যদেরকেও নিবন্ধিত হতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

এবারই প্রথম জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হচ্ছে। ঢাকাসহ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-র্যালী, আলোচনা সভা, প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানে ব্যানার বুলানো ও পোস্টার সাঁটানো, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি।

১ মার্চ ২০১৯ জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন উদ্যোগের নানা স্মৃতির বাহন হলো এ স্মরণিকা। এ স্মরণিকা প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তা করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা প্রকাশে সহায়তার জন্য অতিরিক্ত সচিব মহোদয়সহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই স্মরণিকা প্রকাশ কমিটিকে। স্বল্পসময়ে মধ্যে স্মরণিকায় প্রকাশের কারণে ভুলত্রুটি থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

এস এম আসাদুজ্জামান
১মার্চ ২০১৯

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন



কে এম নূরুল হুদা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার



মাহবুব তালুকদার
নির্বাচন কমিশনার



মোঃ রফিকুল ইসলাম
নির্বাচন কমিশনার



কবিতা খানম
নির্বাচন কমিশনার



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.)
নির্বাচন কমিশনার



ছবিসহ ভোটার তালিকার গোড়ার কথা

মোঃ রফিকুল ইসলাম

শ্রীপুর বাংলাদেশের একটি গ্রাম। গাছ, লতা-পাতা দিয়ে ঢাকা নয়নাভিরাম শ্রীপুর। শ্রীপুরকে ঘিরে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের ইতিহাস। ঘটনাচক্রে আমিও জড়িয়ে পড়েছি নয়নাভিরাম এ গ্রামের সাথে।

২০০৭ সাল, যুগ্মসচিব হিসাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যোগদান করলাম। আন্দোলনের মুখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজ সাহেব তাঁর সকল নির্বাচন কমিশনার নিয়ে পদত্যাগ করেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে ড.এ.টি.এম শামসুল হুদা যোগদান করেছেন। সংগে জনাব মুহাম্মদ ছহল হোসাইন সাবেক বিচারপতি এবং সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন, নির্বাচন কমিশনার। বিচারপতি আজিজ কমিশন সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের তৈরী ভোটার তালিকায় কোটির উপরে ভুয়া ভোটার। গৌদের উপর বিশ ফৌড়া, ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটি ভোটার এলাকায় শতাধিক ভুয়া ভোটার চিহ্নিত করা হয়েছে। একজন স্কুল শিক্ষক আদালতে মামলাও করেছেন। আদালতের রায় ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করে নতুন ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন করতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও তাঁদের সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে একটি ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা করে নির্বাচন করবেন।

নির্বাচন কমিশন উদ্যোগ নিয়ে সচিবালয়ের কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক, সাধারণ জনগণের সাথে আলোচনা হলো। আলোচনা থেকে বাহির হলো গোড়ায় গলদ। ভোটার তালিকা আইন এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াটাই ত্রুটিপূর্ণ। ভোটার তালিকা আইনে যেকোন ব্যক্তি একাধিক জায়গায় ভোটার হতে কোন বাঁধা নাই। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমি নিজেই ঢাকা ও গোদাগাড়ীতে ভোটার। আমি ভুয়া ভোটার নই। দুই জায়গায় ভোটার। তথ্য সংগ্রহকারী বাড়ী বাড়ী যায় নি। তারা একজনের কাছ থেকে শুনে ভোটার রেজিস্ট্রেশন করেছেন। নাম ঠিক নাই, বাবার নামে গন্ডগোল, তারা সবাই ভুয়া ভোটার। ঠিক হলো, ভোটার তালিকা আইন ত্রুটিমুক্ত করে, ভোটার নিবন্ধন পদ্ধতিতে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে ভোটারের তথ্য নির্ভুল হয়। একজন ভোটার দুই জায়গায় ভোটার হলে তাঁকে যেন চিহ্নিত করা যায়। উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি কমিটি ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরী করার পরামর্শ দিলেন। ইলেকট্রনিক ভোটার তালিকায় আংগুলের ছাপ থাকবে যা ব্যবহার করে দ্বৈত ভোটারকে চিহ্নিত করা যাবে। সমস্যা দেখা দিলো, কোথায় ছবি তোলা হবে, কিভাবে আংগুলের ছাপ নেয়া হবে? কিছু লোক মন্তব্য করলো, গ্রামের ধর্মভীরু মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা ছবি তুলতে চাইবে না, আংগুলের ছাপ দিবে না। এ সকল যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে তিকমত চালানোর জনবল পাওয়া যাবে না। কথাগুলো সত্যি কি না জানা দরকার। এসব না জেনে সারা বাংলাদেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ শুরু করা ঠিক হবেনা। ঠিক হলো পাইলট করা হবে। কিন্তু কোথায়? এমন এক জায়গায় পাইলট প্রকল্প করা হবে, যেখানে কারখানা আছে। শহরের সকল বৈশিষ্ট বিদ্যমান, আবার রয়েছে বাংলার গ্রাম। পাইলট প্রকল্পের জন্য ঠিক হলো শ্রীপুর। দলবল নিয়ে গেলাম শ্রীপুর। গাজীপুর জেলার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা শাহ আলম আমাদের সকল দায়িত্ব নিলেন।

কোকিলের কুহ কুহ দিয়ে শ্রীপুর আমাদের স্বাগত জানালো। পাখির কিচির-মিচির, সন্ধ্যায় ঝিঝি পোকাকার ঝিঝি শব্দ আবেগে আগ্রুত করে রেখেছিল। উঠেছি শ্রীপুর ডাকবাংলোয়। পুরাতন একটা বিল্ডিং। ঘুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকী পোকাকার আলো। হৃদয় কাড়ছে। মশা আর পোকাকার জ্বালায় ঘুমাতে পারলাম না। আবেগ শেষে বাস্তবতায় ফিরলাম। জোনাকীর আলো দেখে রাত কাটলো। ব্যবস্থাপনার বিশালত্ব, কারিগরি জটিলতা, সবকিছু মাথায় রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা হলো। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কারিগরি কমিটি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই সুযোগে ভোটারদের একটা ন্যাশনাল ডাটাবেস তৈরীর কথা বললো। সাথে সামান্য কিছু খরচ করে জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরীর কথাও তুলে ধরলো। চমৎকার আইডিয়া; নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুরু করলো ভোটার তালিকার কাজ।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ফরম তৈরী, তথ্য সংগ্রহকারী, ডাটাএন্ট্রি অপারেটর নির্বাচন, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এর কাজ শুরু হলো। আরেক দল মাঠে নামলো সচেতনতা সৃষ্টির কাজে। একটা মহেন্দ্রক্ষেপে আমরা শুরু করলাম মূলকাজ। তার আগে ডাটাএন্ট্রি

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

অপারেটরগণ নিজেদের তথ্য ল্যাপটপে এন্ট্রি, হাতের আংগুলের ছাপ নিয়ে ছবি তুলে হাত পাকালেন। মাত্র ৩ দিনের ট্রেনিং নিয়ে তথ্য সংগ্রহকারীরা নির্ধারিত ফরমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করলো।

প্রথম দিনের কাজ শেষে বসলাম তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়ে। শুরুর্তেই একদল তথ্য সংগ্রহকারী জানালো এসব তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। এটা করা যাবে না। হতাশ না হয়ে জানতে চাইলাম কেন? তাঁরা জানালেন বেশীর ভাগ ভোটার তাদের জন্ম তারিখ জানেন না। তাদের বয়স ঠিক করবে কি ভাবে। আমিও তাঁদের সাথে একমত। এটাই বাংলাদেশের বাস্তবতা। এটাকে মেনে নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। তথ্য সংগ্রহকারীদের বললাম,

-আপনাদের আন্দাজ করতে হবে। সাথে কিছু কৌশলও ব্যবহার করতে হবে। যে নিজের জন্ম তারিখ, সন কিছুই জানে না, তাঁকে না হয় আপনি আন্দাজ করে একটি জন্ম তারিখ দিলেন।

বুয়লাম তথ্য সংগ্রহকারী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর পরও তাদের বললাম। দেখুন তাঁরা জন্ম তারিখ না জানলেও জানে বাংলাদেশের ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার কথা। যেমন, ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের কথা, ১৯৬৫ এর পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের কথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। তাঁরা তাদের বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানীর কাছ থেকে শুনছে, তাঁদের জন্ম এসব ঘটনার আগে না পরে। তা থেকে বয়স আন্দাজ করে নিবেন। পরে জিজ্ঞাসা করবেন কোন সময় তাঁদের জন্ম হয়েছে। শীত, বর্ষা, না গরমের সময়। সেটা জেনে একটা তারিখ ঠিক করে নিবেন। তাতেও তাঁদের সন্তুষ্ট আসছে না, দেখে বললাম,

-“দ্যাখেন স্কুলে কেরাগী প্রতিদিন আমাদের নতুন করে জন্ম দিচ্ছেন। আপনারা না হয় দিলেন”

হঠাৎ একজন বললো জন্মতারিখ না হয় একটা দিলাম। কিছু লোক আছেন যারা বাবা, মা, স্ত্রী বা স্বামীর নাম জানেন না। তাঁদের নাম আমরা কোথা থেকে পাবো। আমার মাথায় বাজ পড়লো। বাবা, মা স্ত্রী, স্বামীর নাম জানে না এমন ভোটারের সংখ্যা বেশী নয়। তারপরও এটা সত্য যে, এ ধরনের ভোটার আছে। তাঁদেরকেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে তাদের আশে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। না পাওয়া গেলে নামের অংশ ফাঁকা রাখবেন।

কাজ এগিয়ে চলছে। প্রতিদিন তাদের সংগে বসছি। একদিন একজন জানতে চাইলো, অনেকের একাধিক স্ত্রী রয়েছে। একজনের নাম লিখার জায়গা আছে, কার নাম লিখবো। বললাম সহজ উত্তর, যার সংগে এখন বসবাস করেন। এক সংগে একাধিক স্ত্রীর সাথে বসবাস করলে বড় জনের নাম।

এভাবে প্রতিদিন শত শত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। সমাধান খুজে বাহির করেছি। শেষ হয়েছে তথ্য সংগ্রহ। এ ছিল এক মহাকর্মযজ্ঞ। দিনের পর দিন ট্রেনিং, সুপারভিশনের জন্য চষে বেড়ানো সারা বাংলাদেশ।

ডাটাএন্ট্রি অপারেটরগণ তথ্যগুলোকে ডিজিটাইজ করলো। সব আশংকা দূর করে শ্রীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছবি তুললো, আংগুলের ছাপ দিল। তৈরী হলো শ্রীপুরবাসীর নাগরিক তথ্যভান্ডার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছাপানো হলো শ্রীপুরের ভোটার তালিকা, পরিচয়পত্র। বিতরণ করা হলো সবার কাছে। রঞ্জিন ছবিসহ পরিচয়পত্র হাতে পেয়ে শ্রীপুরবাসীর কি যে আনন্দ! আনন্দের চোটে কেউ কেউ একাধিকবার ছবি তুলেছে। ফিংগার প্রিন্ট ব্যবহার করে একটা সফটওয়্যার দিয়ে তাঁদের চিহ্নিত করা হলো একটা রেখে অন্যগুলো বাদ দেয়া হলো।

শ্রীপুর এর অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে রাজশাহী থেকে পর্যায়ক্রমে শুরু করলাম সারাদেশের ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ। তৈরী হলো ন্যাশনাল ডাটাবেস, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ পেলো একটি পরিচয়পত্র। পরিচয়পত্রের নম্বরটি ইউনিক। এই নম্বর দিয়ে সব মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। শ্রীপুর পাইলট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে এক অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজে হাত দিয়েছিলাম। সারা বিশ্বের নজর ছিল শ্রীপুরের দিকে। অনেক দেশ থেকে প্রতিনিধি আসছেন, দেখছেন, কথা বলছেন। শ্রীপুর বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত এক নাম। শ্রীপুরের শ্রী আরও বেড়ে গেল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাংলা ডাটাবেইস এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে শ্রীপুরের নাম। শ্রীপুরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ইউ.এন.ডিপিএর সহায়তায় হাতে নেয়া হলো একটি প্রকল্প। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী এর হাতে তুলে দিলাম প্রকল্পের দায়িত্ব। তিনিও আজ মাননীয় নির্বাচন কমিশনার। তাঁর অধীনে সমাপ্ত হয়েছে দেশব্যাপী ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং ডাটা বেইজ স্থাপনের কাজ।

শ্রীপুরকে নিয়ে আমার, আমার সহকর্মীদের, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কেটেছে অনেক বিন্দু রজনী। দুঃখ, কষ্ট, উৎকণ্ঠা, আনন্দ মিলে মিশে আছে শ্রীপুরকে ঘিরে। হয়তো আজ সবাই ভুলে গেছে পিছনের এই মানুষগুলোকে। আজো বেঁচে আছে বিশ্ববাসীর কাছে শ্রীপুরের নাম।

লেখক: নির্বাচন কমিশনার



ভোট, ভোটাধিকার ও জাতীয় ভোটার দিবস

হেলালুদ্দীন আহমদ

গণতন্ত্রের সূচনা ভোটদানের মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়ায় ভোটার সরকার ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার বিবর্তনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের মাধ্যম হিসেবে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। রাজনৈতিক দল ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় আধুনিক গণতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রবলভাবে অনুভূত হয় জনসমর্থন, ভোট ও ভোটারের চাহিদা। বর্তমানে ভোটার তথ্য নাগরিকের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা সরকার ও প্রশাসনের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

ভোটাধিকার প্রবর্তন ও ভোটারের স্বীকৃতি একদিনে হয়নি। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্র এথেন্সে খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল ও ভোটারের প্রয়োজন ছিল। গোটা মধ্যযুগে রোমান সম্রাট ও পোপের মত শাসক বাছাই করতেও নির্বাচনের ব্যবহার হতো। ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচিত হয়। উনিশ শতকে ভোটাধিকারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়; গোপন ব্যালট পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান চালু হয়। প্রাচীন ভারতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজারা বাছাই করতেন রাজাদের। বাংলার মধ্যযুগের গোড়ার দিকে পাল রাজাদের মধ্যে গোপালকে বাছাই করতে নির্বাচন করা হয়েছিল।

১৯৩৫-এ ‘ভারত শাসন আইন’ প্রণয়নের পর বাঙালি প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। তবে গরিব মানুষের ভোটাধিকার ছিল না। ভোট হয় পৃথক নির্বাচন প্রথায়--- হিন্দু প্রার্থীদের হিন্দুরা, মুসলমান প্রার্থীদের মুসলমানরা। স্বাধীন বাংলাদেশে নাগরিকগণ প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদীয় সাধারণ নির্বাচনে। গণতান্ত্রিক পরিক্রমায় এ দেশে ভোট ও ভোটারের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ২০০৭ সালে ভোটারের ছবি, বায়োমেট্রিক্স ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত ডাটাবেইজে স্থায়ীভাবে ধারণ করা হয়। ভোটার তালিকার পাশাপাশি প্রদান করা হয় জাতীয় পরিচয়পত্র। ২০১৫ সালে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রচলন হয়। নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তি, পরিচয়পত্রে তথ্য-উপাত্ত সংশোধন, ভোটার এলাকা স্থানান্তর এখন নৈমিত্তিক নাগরিক সেবায় পরিণত হয়েছে। সঠিক নাগরিককে সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে ভেরিফিকেশন সার্ভিস। ভোটারগণ যাতে সুবিধামত ভোট প্রদান করতে পারেন এজন্য সম্প্রতি ব্যালট পেপারের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এর ব্যবহার শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পদযাত্রায় নতুন সংযোজন জাতীয় ভোটার দিবস। ২০১৩ সালে সার্কভুক্ত দেশগুলির নির্বাচন বিষয়ক সংগঠন FEMBoSA এর চতুর্থ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সদস্য দেশগুলি জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর ভোটার দিবস উদযাপনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ২০১৮ সালে ঢাকা অঞ্চলের নির্বাচন অফিসারদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানা নির্বাচন অফিসার মিস তানিয়া আক্তার জাতীয় ভোটার দিবস পালনের বিষয়ে প্রস্তাব করেন। এর প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ বিষয়টি কমিশন সভায় উপস্থাপন করলে মাননীয় নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন এবং বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.১৭.৩১৯ নম্বর স্মারকে ৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সরকারের অনুমোদন লাভ করে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিবছর ০১ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হবে।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনি কাঠামোতে ভোটার যোগ্যতা, ভোটারকে তার ইচ্ছানুসারে ভোট প্রদানের মাধ্যমে সরকার গঠনের অধিকার এবং কাকে ভোট প্রদান করল তা আজীবন গোপন রাখার অধিকার প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক ভোটারকে গুরুত্ব ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ভোটার দিবস পালনের মাধ্যমে ভোটারদের মান মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল।

স্বাধীনতার অগ্নিবরা উত্তাল মাস মার্চ। মহান মার্চের প্রথম দিনে সমগ্র দেশবাসী পালন করতে যাচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস। ১৯৭১ সালে এ সময়ে বাঙালীর মনে জ্বলে উঠে দাবানল; শুরু হয় মুক্তির সংগ্রাম। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও ভোটাধিকার। এ মহান মাসে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন বিশেষ ও ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে।

ভোটার তার অধিকার, সুবিধা ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। জাতীয় ভোটার দিবসের মূল দর্শন এখানেই নিহিত। ভোট অন্যতম মৌলিক অধিকার, ভোটার রাষ্ট্র নায়ক বা নেতা নির্বাচন করেন। ভোটার ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিকত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি রচিত হয় ভোটিং এর মাধ্যমে। ভোট সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং রাজনৈতিক সহযোগিতার শক্তি যোগায়। ভোটারগণ তার নিজস্ব পছন্দে সরকার বা সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সরকার নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য নীতি নির্ধারণ করে। এ হিসেবে ভোটার পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করেন। নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা। ব্যক্তি হয়ত মনে করতে পারেন, তার ভোটে কি আসে যায় কিন্তু ভোটার হচ্ছেন পরোক্ষভাবে দেশের শান্তিপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনার রূপকার। মার্কিন রাজনীতিবিদ ও সিভিল রাইটস লিডার John Lewis তাই যথার্থই বলেছেন, “The vote is the most powerful non-violent tool we have.”

জাতীয় ভোটার দিবস সকল ভোটারকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ভোটারকে সচেতন ও কার্যকর করে তুলবে। নির্বাচন কমিশন সারাদেশে যোগ্য ভোটারদের জন্য নিবন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকেন। নাগরিকগণ স্ব-উদ্যোগে ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের আবেদন করতে পারেন। তবে কাউকে ভোটার নিবন্ধনে বাধ্য করা হয় না। নিবন্ধনের উপযুক্ত প্রতিটি নাগরিক সঠিক তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন। এলাকায় কোন ভোটার মারা গেলে মৃত এ ভোটারের নাম কর্তনের জন্য তথ্য প্রদান করতে হবে। একাধিকবার ভোটার হওয়ার চেষ্টা করা এবং তথ্য গোপন করে বা অন্যের তথ্য ধারণ করে ভোটার হওয়া আইনত দণ্ডনীয়। ডাটাবেইজে সংরক্ষিত ভোটারের তথ্য-উপাত্ত বর্তমানে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যক্তির সকল কাগজাদি/দলিলাদিতে একই তথ্য-উপাত্ত থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে এবং চাকুরি গ্রহণ কালে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনুযায়ী চাকুরি গ্রহণ করবেন। নিবন্ধনকালে ভোটারদের দেয়া তথ্য অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে থাকে; মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান করলে সেবার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। নাগরিকগণ নিজের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যাদি হেফাজতে রাখবেন এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে তা প্রদর্শন করবেন। নির্বাচন কমিশনের ভোটার ডাটাবেইজের অংশীজন আপামর ভোটার। সঠিক তথ্য দিয়ে ভোটার হয়ে ডাটাবেইজের শুদ্ধতা বজায় রাখা সকল নাগরিকের দায়িত্ব। জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নাগরিকের গণতান্ত্রিক চেতনা ও শুদ্ধ চর্চার ক্রমশ উত্তোরণ হবে এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

লেখক: সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়



জাতীয় ভোটার দিবসের তাৎপর্য ও প্রাসংগিকতা

মোঃ মোখলেসুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১০ ও ১১ ধারা এবং ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০৮ সাল থেকে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের আঙুলের ছাপের বায়োমেট্রিক তথ্য সংরক্ষণ ও ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণীত হয়ে আসছে এবং তা একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে ক্রমপুঞ্জিতভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটারের তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।

জাতীয় ভোটার দিবসের প্রেক্ষাপট

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে দিবসটি পালন করা হয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের নির্বাচনি সংস্থা Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর ৪র্থ সভার রেজুলিউশনে সদস্য দেশসমূহে ভোটার দিবস পালনের অঙ্গীকার রয়েছে। বাংলাদেশ FEMBoSA-এর উদ্যোক্তা সদস্য দেশ হওয়ায় এবং বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হদা এই সংস্থাটির চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করায় জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১ মার্চ তারিখকে ‘জাতীয় ভোটার দিবস’ ঘোষণা করেছে এবং এ তারিখে ‘জাতীয় ভোটার দিবস’ হিসেবে উদযাপনের নিমিত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত পরিপত্রের “খ” শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বৎসর থেকে জাতীয়ভাবে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দেশব্যাপী উদযাপন করা হচ্ছে।

ভোটার দিবস পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে একজন যোগ্য নাগরিকও ভোটার তালিকার বাহিরে থাকবে না। ভোটার হওয়া একজন নাগরিকের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে ও ভোটার তালিকা থেকে বাদপড়া একজন নাগরিক ভোটার তালিকায় কীভাবে নাম নিবন্ধন করবেন, নিবন্ধনের জন্য কী কী দলিলাদি প্রয়োজন, কোথায় নিবন্ধিত হবেন, কেন ভোটার হবেন, কেন ভোট দেবেন ইত্যাদি বিষয়ে গণসচেনতা প্রয়োজন। তাছাড়া এটি সবার জানা প্রয়োজন যে, মিথ্যা তথ্য প্রদান করে বা তথ্য গোপন রেখে ভোটার হওয়া অথবা একাধিকবার ভোটার হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ভোটার হওয়া জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির পূর্বশর্ত

২০০৮ সাল থেকে সম্পূর্ণ কম্পিউটারভিত্তিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের আঙুলের ছাপের বায়োমেট্রিক তথ্যসমৃদ্ধ ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণীত হয়ে আসছে এবং সকল ভোটারের এসংক্রান্ত তথ্যাদি একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষিত রয়েছে। বস্তুতঃ ১৮ বৎসরের উর্ধ্বের প্রায় সকল বাংলাদেশী নাগরিকের পরিচয়সহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য ভান্ডারে রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির পর পরই ভোটারগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে থাকে।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

জাতীয় পরিচয়পত্র ও নাগরিক সেবা গ্রহণ

নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সেবা দানের স্বার্থে অন-লাইনগম্যতা (accessibility) রয়েছে এমন একটি নির্ভরযোগ্য কম্পিউটারভিত্তিক ও ডিজিটাল তথ্যভান্ডার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ সেই অভাবটি সফলভাবে পূরণ করেছে। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের তথ্য ভান্ডারে নাগরিকদের প্রায় ৪৬ ধরনের তথ্য রয়েছে। দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের এত ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান নির্বাচন কমিশনের প্রতি সর্বসাধারণের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। নির্বাচন কমিশনের সাথে ১০৪টি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) রয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ থেকে সেবাগ্রহীতাদের পরিচয়- সংক্রান্ত নির্ধারিত তথ্যসমূহ যাচাই করতে পারে। বর্তমানে আর্থিক ও সামাজিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রকে অনেকক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করেছে। তাই সকল যোগ্য নাগরিকেরই উচিত তাদের বয়স আঠার বৎসর হলেই স্ব-উদ্যোগে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা।

‘ভোটার হব, ভোট দেব’ – জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য

এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘ভোটার হব, ভোট দেব’। ভোটার হওয়া ও ভোট প্রদানের অধিকার প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের সাংবিধান স্বীকৃত অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ ও ১২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের এই অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে :

“১২১। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার একটি করিয়া ভোটার তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।

১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। (২)”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে:

“১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।”

কাজেই বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের মহান সংবিধান প্রদত্ত সরকার পরিচালনার জন্য জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারকে সমুল্লত করার লক্ষ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের ভোটার হওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যার প্রতিফলন ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এ ঘটেছে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন যিনি :

(ক) বাংলাদেশের একজন নাগরিক;

(খ) আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক নন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত নন;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার অধিবাসী বা অধিবাসী বলে গণ্য;

(ঙ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন; এবং

(চ) International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, কর্তন ও সংশোধন

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতির বিষয়ে ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ ধারা ১১ এ নিম্নরূপ বিধান বর্ণিত হয়েছে:

“ ১০। বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থার নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়কাল ব্যতিরেকে, অন্য যে কোন সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজন অনুসারে নিম্নোক্তভাবে সংযোজন ও বিয়োজনপূর্বক ভোটারতালিকা সংশোধন করা যাইবে, যথা:

- (ক) উক্ত তালিকায় এমন কোন যোগ্য ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করা, যাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, বা যিনি ইহা প্রণয়নের পর বা ইহার সর্বশেষ পুনঃপরীক্ষার পর অনুরূপ উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছেন; বা
- (খ) উক্ত তালিকাভুক্ত যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা যিনি অনুরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার সময় অযোগ্য ছিলেন বা অযোগ্য হইয়াছেন তাহার নাম কর্তন করা: বা
- (গ) যিনি বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে নতুন ভোটার এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী হইয়াছেন, পূর্বের ভোটার এলাকার বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনি এলাকার তালিকা হইতে তাহার নাম কর্তনপূর্বক নতুন নির্বাচনি এলাকায় বা, ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা; বা
- (ঘ) ইহাতে কোন অন্তর্ভুক্তি সংশোধন বা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা।”

১১।(১) কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষিত বিদ্যমান সকল ভোটার তালিকা, প্রতি বৎসর ২ জানুয়ারি হইতে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিম্নরূপভাবে হালনাগাদ করা হইবে, যথা:

- (ক) পূর্বের বৎসরের ২ জানুয়ারি হইতে যিনি ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার কারণে ভোটার হইবার যোগ্য হইয়াছেন অথবা যোগ্য ছিলেন, কিন্তু ধারা ১০ এর অধীন তালিকাভুক্ত হন নাই, তাহাকে ভোটার তালিকাভুক্ত করা।
- (খ) উক্ত সময়কালে যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কিংবা তালিকাভুক্ত হইবার অযোগ্য ছিলেন কিংবা হইয়াছেন, তাহার নাম কর্তন করা; এবং
- (গ) যিনি বিদ্যমান নির্বাচনি এলাকা বা ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকা হইতে অন্য নির্বাচনি এলাকায় বা ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকায় আবাসস্থল পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহার নাম পূর্বের এলাকার ভোটার তালিকা হইতে কর্তন করিয়া স্থানান্তরিত এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ভোটার তালিকা পূর্বোল্লিখিতভাবে হালনাগাদ করা না হয়, তাহা হইলে উহার বৈধতা বা ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। “

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি একটি চলমান প্রক্রিয়া

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১০ ধারা অনুযায়ী সারা বৎসরই নিজ উদ্যোগে যোগ্য ব্যক্তিগণ স্থানীয় উপজেলা নির্বাচন অফিসে বা থানা নির্বাচন অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এছাড়া ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ১১ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে নির্বাচন কমিশন হালনাগাদ কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

কোন ভোটার এলাকায় ভোটার হবেন

- (১) কোন ব্যক্তির একাধিক ভোটার এলাকায় বসতবাড়ীর দখল থাকলে কিংবা বসতবাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থাকলে, ঐ ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন একটি ভোটার এলাকায় ভোটার হতে পারবেন।
- (২) কোন ব্যক্তি সরকারি চাকরিরত থাকলে তিনি যে ভোটার এলাকায় চাকরিসূত্রে সচরাচর বসবাস করেন সেই ভোটার এলাকায় অথবা তিনি অনুরূপ চাকরিরত না থাকলে যে ভোটার এলাকায় থাকতেন সেই এলাকায় ভোটার হতে পারবেন।
- (৩) সরকারি চাকরিরত কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী এবং তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য তারা যদি সচরাচর অনুরূপ ব্যক্তির সাথে বসবাস করেন তাহলে তারা উক্ত সরকারি চাকরিরত ব্যক্তি যে যে ভোটার এলাকার ভোটার হতে পারবেন তার স্বামী/স্ত্রী বা যোগ্য ছেলেমেয়েরাও সে সে এলাকায় ভোটার হতে পারবেন।

আইনগত হেফাজতে আটক থাকলে কোন ভোটার এলাকায় ভোটার হবেন

- ৪) কোন যোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন জেলাখানায় বা অন্য কোন আইনগত হেফাজতে আটক থাকলে তিনি এভাবে আটক না থাকলে যে ভোটার এলাকার ভোটার হতেন আইনগত হেফাজতে থাকাকালীন সময়েও তিনি সেই এলাকার ভোটার হবেন।

বিদেশে বসবাস করলে কোন ভোটার এলাকায় ভোটার হবেন

- (৫) কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে বসবাস করলে, তিনি সর্বশেষ যে ভোটার এলাকায় বসবাস করেছেন অথবা তাহার নিজ বা পৈতৃক বসতবাড়ি যে স্থানে অবস্থিত ছিল বা আছে, তিনি সেই এলাকার ভোটার হবেন।

ভোটার হওয়ার জন্য যে যে দলিলাদি প্রয়োজন

সকল উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসার রেজিস্ট্রেশন অফিসার। চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসে গিয়ে ভোটার হতে হলে ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নিবন্ধন ফরম-২ ও ফরম-১১ যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় দাখিল করতে হবে। এছাড়া, এর সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজাদির প্রয়োজন হবে : যথা-

- (১) জাতীয়তা বা নাগরিকত্বের সনদপত্র;
- (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত জন্ম সনদপত্র;
- (৩) সনাক্তকারীর এনআইডি নম্বর (পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী/স্ত্রী কিংবা সন্তানের হলে ভাল হয়);
- (৪) ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন/মোবাইল) /টোকিদারের রশিদের ফটোকপি;
- (৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র।

প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজাদির প্রয়োজন হবে : যথা-

- ক) বাংলাদেশী বৈধ পাসপোর্ট-এর ১ থেকে ৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত (অর্থাৎ যে পৃষ্ঠায় পাসপোর্ট এর বৈধতার মেয়াদ দেয়া আছে)
- খ) সর্বশেষ Arrival সিল-সম্বলিত পৃষ্ঠা এবং ভিসার সিলযুক্ত পৃষ্ঠার ফটোকপি ; এবং
- গ) দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদপত্র (যাদের বাংলাদেশী বৈধ পাসপোর্ট নেই)।

প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য বিদেশে ভোটার নিবন্ধনের উদ্যোগ

বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিকরাও যাতে দেশে না এসে ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারেন সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। আশা করা যায়, শীঘ্রই প্রবাসী বাংলাদেশীরা যে যেদেশে বসবাস করছেন, সে সেদেশে বসেই ভোটার হতে পারবেন।

প্রতিবন্ধীদের ভোটার হওয়ার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান

ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য স্থানীয় থানা বা উপজেলা নির্বাচন অফিসে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

একাধিকবার ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়া যাবেনা

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ৯ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি-

- (ক) কোন ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় একাধিকবার; বা
- (খ) একাধিক ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় ;

তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন না।

মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ভোটার হওয়ার শাস্তি

ভোটার তালিকা আইন, ২০১৯ -এর ১৮ ধারা অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি- কোন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষণ, সংশোধন বা হালনাগাদকরণ সম্পর্কে; বা কোন ভোটার তালিকাতে কোন অন্তর্ভুক্তি বা তা হইতে কোন অন্তর্ভুক্তি কর্তন সম্পর্কে; এমন কোন লিখিত বর্ণনা বা ঘোষণা প্রদান করেন যাহা মিথ্যা এবং যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

অযোগ্যদের নাম তালিকা হইতে কর্তন

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুসারে নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে ভোটার তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা হতে কর্তন করতে হবে, যথা: -

- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না থাকলে;
- (খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হলে;
- (গ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত হলে; এবং
- (ঘ) International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত হলে।

এক ভোটার এলাকা থেকে অন্য ভোটার এলাকায় নাম স্থানান্তর

যদি কোন ব্যক্তি, বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে বিদ্যমান কোন ভোটার এলাকার ভোটার তালিকা হতে অন্য ভোটার এলাকার ভোটার তালিকায় নাম স্থানান্তর করতে আগ্রহী হলে, তাকে ফরম-১৩ পূরণ করে, যে এলাকার ভোটার তালিকায় নাম স্থানান্তর

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

করতে আগ্রহী, সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হবে। স্থানান্তরের আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তা আবেদনকারীকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করতঃ শুনানিতে সন্তুষ্ট হলে, উক্ত ব্যক্তির নাম সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংশোধন

নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোটারগণ উপজেলা নির্বাচন অফিসে বা থানা নির্বাচন অফিসে আবেদনের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় বা জাতীয় পরিচয় পত্রে প্রদত্ত তথ্য সংশোধন করতে পারবেন। আবেদনে উল্লিখিত সংশোধিত তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক বিবেচিত হলে প্রদত্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ভোটারের ডাটাবেইজে, ক্ষেত্রমত, সংযোজন, বিয়োজন বা প্রতিস্থাপন করা হয় এবং ভোটারকে একটি সংশোধিত জাতীয় পরিচয়পত্রও সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে ভোটারকে তার দাবীকৃত সংশোধিত তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে।

কারা ভোট দিতে পারবেন

সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৮ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার ভোটারগণ সেই এলাকার প্রার্থীগণকে ভোট দিতে পারবেন।

কারা ভোট দিতে পারবেন না

ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। কাজেই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে না তারা ভোট দিতে পারবেন না।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের উর্ধ্বে থেকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করতে পারে। ত্রুটিমুক্ত ভোটার-তালিকা যে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে একজন যোগ্য নাগরিকও ভোটার তালিকার বাইরে থাকবে না। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যদি ভোটার তালিকাভুক্ত হন তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং একই সাথে তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল নাগরিক সেবা প্রাপ্তিও নিশ্চিত করতে পারেন। সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার হতে উৎসাহিত করা ও ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবছরের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূল সুর।

লেখক: অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়





“My Vote, My Right, My Choice” Creating Awareness

SM Asaduzzaman

Introduction

Democracy broadly means that the power to rule lies with the people. A democratic system should give all the people an equal opportunity to take part in deciding how public affairs should be managed. People’s views are considered when decisions are made and the people decide on how they should be governed.

Democracy provides equal opportunities for all citizens, without discrimination, to take part in decision making. In a democracy, citizens should take part in democratic processes such as elections. They should obey the law, respect the opinions of others and should work with others to develop their society.

Election:

Elections are very important in a democratic process because through them we choose our representatives. When direct democracy becomes impractical, representative democracy becomes the alternative through which we can achieve “rule by the people”. In a representative democracy leaders are chosen through elections. During an election people can assess the performance of their representatives and choose to re-elect them or elect new ones. Through elections leaders are given the authority to represent the people. Elections can only fulfill their role in promoting and achieving democracy if they are conducted regularly, freely and fairly.

Elections are about choosing leaders or representatives to a given office or position. It is a process through which people transfer the power they hold to make decisions and manage public affairs to a person, a representative, to exercise it on their behalf.

Elections are, therefore, an important aspect of representative democracy. Through elections, the people get an opportunity to choose the leaders to represent them in key institutions of government: the Prime Minister (executive), parliament (legislature) and local government. All eligible citizens should participate in elections to make their choice of leaders to these important offices.

Voter awareness is an important factor to conduct an election in a free, fair and impartial manner. Willingness of the eligible persons to be registered as voters and their participation in the voting process are important ingredients for a sound democratic process.

So making the democracy effective and fruitful it needs voter and civic education to ensure voters are fully aware of their rights and informed about all components of the democracy and electoral process.

Voter Education:

Voter education and dissemination of electoral information are important activities which are essential for successful elections as well as for democracy. Result of successful voter education contributes to

voters making informed choices on Election Day. Moreover, both voter education and information contribute to elections being free and fair. It is important that all eligible voters have access to voter education and information to enable them to make informed choices.

Voter education provides voters with knowledge and information on their rights and responsibilities during an election. It raises the voters' awareness and understanding of the importance of elections in a democracy. It seeks to provide the citizens with knowledge and skills to enable them to participate meaningfully in the electoral process.

Voter information constitutes basic facts about elections. It provides the essential information required by voters so that they can take part in an election and vote in the correct manner. This includes information on voter registration, nomination of candidates, campaigning process, polling day and announcement of results.

Voter education takes place to assist the election administration in its task of delivering a free, fair, efficient election. It encompasses the basic voter information that every voter must have in order to arrive prepared at the voting station and vote on the set voting day(s). Voter education sensitizes the electorate on the importance of participating in elections.

Voter education provides the background attitudes, behavior, and knowledge amongst citizens that stimulate and consolidate democracy. During an election, this education will ensure effective organization and activism by citizens in support of parties and/or causes, behavior by citizens that is appropriate to a peaceful election, acceptance of the results, and tolerance of competition and opposition.

Voter awareness is an important factor to conduct an election in a free, fair and impartial manner. Willingness of the eligible persons to be registered as voters and their participation in the voting process are important ingredients for a sound democratic process.

Type of Voter Education:

There are two type of voter education programme in Bangladesh.

1. **Sustainable voter education.** Sustainable voter education campaign is continuous programme, run all over the year. Sustainable voter education implemented through educational institution. There are several chapters in the text book of Secondary level education. Besides Election Commission, medias, NGOs, civil societies, government organizations run the campaign on election and democracy through different regular activities.
2. **Election base voter education.** Massive civic and voter education programme taken on the eve voter registration (updating the voter database) and general elections on Parliament and different local bodies.

Election Commission Bangladesh [ECB] and Voter Education:

The main goal of the Election Commission Bangladesh (ECB) is to organize free, fair & credible elections. The ECB is legally responsible for civic and voter education. Election Commission emphasis on election base voter education and implement huge voter education programme. Election

commission takes a multi-interventional programme that reaches out different modes and media to educate voters, citizen electors and about electoral process.

ECB takes massive programme on voter and civic education to ensure voters are fully aware of their rights and informed about all components of the democratic and electoral process. Election Commission Bangladesh (ECB) is providing voter education and Voter information in support free fair and participatory elections.

Objectives of Voter Education:

- To build widespread confidence and popular support for ECB;
- Understanding democracy and voting right
- Build confidence in and understanding of the electoral processes;
- Peaceful campaign according code of conduct;
- To disseminate information on election;
- To inform and educate people about the process;
- Reach the target groups;
- To feed mass media with relevant information/inputs;
- To help diffusing and clarifying any misinformation/confusion;
- To provide the Election Commission with feedback from the fields and recommend on necessary communication interventions;
- Promoting informed participation;
- High voter turnout and;
- Peaceful acceptance of election results.

Voter Education Materials:

Voter education materials are develop on electoral laws, changes of laws, new initiatives, , new technology, update information, voter information, code of conduct, motivational message, role of electoral officers, procedure of voting etc. Besides some materials are also develop for target groups like urban and rural people, women, youth, dis-advanced group, first time voters. Election Commission uses different types of information communication materials to reach each voter of every corner of the country. During developing of campaign materials, special emphasis is given on code of conduct. Election campaign guided by code of conduct during reduces conflict and violence.

a. Communications materials develops considering the following aspect-

- Level of education;
- Target group- minority, tribal, hard to reach area;
- Age group- youth voters, first time voter, physically challenged voters, older and pregnant voters;
- Women voters;
- Service voters;
- Voter information;
- Voters right;
- Code of Conduct;
- Political Parties and activists;
- Role of Electoral officials.

b. Voter educations materials:

1. Press release, press conference, official statements;
2. Printed materials- Poster, leaflets, stickers, brochures, flip chart, voters handbook, factsheet etc;
3. Audio – song, jingle, drama, message;
4. Audio-visual–Video documentary, short film, public service announcement (PSA), advertisement. message and comments of social leaders, sports personnel, film artists, renown citizens;
5. Paper/TV advertisement;
6. Short message Service (SMS);
7. Banner, billboard.

Channels of Publicity:

Election Commission takes comprehensive efforts to effectively implement of its voter education campaign. It uses all available resources, channels and media to circulate disseminate and publicize all the IEC materials throughout the country.

1. Election Commission Bangladesh:

Election Commission Bangladesh takes the lead of civic and voter education campaign. Besides, civic and voter education is also implemented by a wide variety of organisations and individuals which are supported and sponsored by election administrators.

Election Commission has a central Secretariat and offices down to the Upazila (sub-district), the grass root level administrative unit. Election Commission has 10 Regional, 64 Districts and 489 Upazila/Thana (sub-district) level offices. Election Commission implement voter education campaign through meetings/rallies with the electorate, representatives of political parties, local elite and people of all walks of life for creating awareness about democracy, the right and value of franchise by the Divisional, District and Thana administration. In the Secretariat Public Relations Department responsible for voter education. Centrally PR Department develops voter education strategy and plan for voter education. The PR department centrally develops all kind of IEC materials. Communications materials distribute to ECBs field level offices, NGOs, different channels and media throughout the country for publicize. Field offices are coordinates the voter education activities in their respective areas.

2. Media:

Media plays a significant role in voter education and informing the voters any update of election activity. In Bangladesh a huge number of print and electronic media are operating. A large number of newspapers are published from the capital, regions, district and upazila levels. Besides, a state owned radio there is a good number of Private Radio operating in the country. FM band radio is very popular in the country. There is also many community radios.

Election Commission takes the privilege to use these media for civic and voter education. Almost all of the media utilized for communication and reaching out to the voter as well as whole population with verity of campaign materials. Election Commission maintains working relations with all the media outlets. Occasionally Election Commission meets with the concerned of the media arena with different agenda. The media people are very munificent to the commission and they extend all cooperation to the Commission for the sake of democracy and free, fair election.

a. Print media-

More than 150 dailies published only from capital. Besides, large numbers of newspapers are published from local levels. Dailies, weeklies, fortnight and different souvenir rare being used for advertisement. All the newspapers provide an enormous coverage of electoral news. They publish article, opinion, editorial on election issues.

b. Radio-

A good number of Private Radio along with state owned Radio operating in the country. FM band radio is very popular in the country. There are also many community radios. All these radios voluntarily ply election commission's voter education materials The radio themselves has also voter education programme.

c. TV Channels-

There are about 30 satellite TV channels and one terrestrial state own TV operating in the country. All the TV Channels broadcast - video documentaries, public services announcements, advertisements, announcement, tale off, messages on voter education for public interest. TV channels broadcast different important electoral announcements in scroll and in ticker as breaking news. Every channel has also their own programme on election. They organized discussions and talk shows on electoral events regularly.

d. Cable TV video channels-

Cable operators operate a video channels, basically they ply movies on the channel, on request of Election Commission they show voter education announcement and audio-visual materials in the video channel. .

3. Government Agencies:

Election Commission always involves the concerned government agencies in voter education. Election Commission holds coordination meetings, briefings, conferences, workshops with the concerned government agencies.

Mass Communications Department: Mass Communications Department has countrywide network with audio-visual publicity equipments. The department shows video documentaries, PSA, short film on civic and voter education through mobile publicity. They organize shows on local bazaar, villages, slums and populated areas. Mass Communications Department also organize folks shows, street drama, rallies, on voter educations around the country. Street miking very effective for publicity in rural areas. Mass communication department announce the election message through miking all over the country. They also distribute print materials throughout the country.

Press Information department (PID): Medias are administered by the Press Information Department, they disseminate election commissions messages, press release, opinion to the press. They also publish opinion building article on print medias.

Department of Film and Publications (DFP): DFP is responsible to make film, TVC, Documentary on democracy. It also prints the IEC materials on demand of Election commission.

Islamic Foundation: Religious institutions including mosques are supervised by Islamic Foundation. Upon getting direction from Islamic foundation, every mosque disseminates electoral

information and message. Besides loud speakers in mosques are used announcing different messages.

4. Civil Society/NGO:

Civil society organisations are a key player in strengthening good governance. Civil society can mobilize people around major public issues and monitor the conduct of government. Election Commission takes the opportunity to mobilize the NGOs for civic and voter educations. Election Commission encourages the non-government organizations to conduct voter education activities with the materials (posters, leaflets, slides, films etc.) developed by themselves highlighting the importance of vote, the right of the voter, functions of the legislature, responsibilities of the elected representatives to the electorate etc.

A good number of NGOs are engaged for civic and voter education. Election Commission has strong partnership with certain NGOs, who works for democracy and human rights, Election Commission has regular interaction with them. A total of 120 NGOs are registered with Election Commission as Election Observer Organization. Among these some of the NGOs has separate network namely Election Working Group (EWG). So far there are 26 NGOs in EWG. Basically this network conducts voter education trough out the country. The NGOs, publicize voter education materials supplied by Election Commission. They also develop themselves some Information Education Communication (IEC) materials. Following activities are performed by the NGOs.

- Publicize poster, stickers, Banner , handbook, flipchart etc
- Organise rallies, particularly with participations of women in the grass root level.
- Interactive programme (Face to face interaction)
- Organize street drama/Folk song/ regional music saws;
- Miking (announce different electoral message through loud speakers all over the country)
- Organise mock voting
- Organize youth festival/carnival with the youth and first time voters.
- Publish political parties' manifestos and individual candidate's information furnished in nomination paper.

5. Mobile phone operators:

Mobile phone companies also contributing a lot in voter education through disseminating of electoral messages. So far 5 mobile phone companies operating in the country. They have wide network coverage throughout the country.

Short Message Service (SMS): Various Short messages on key issues and voter information disseminate through SMS.

Polling Station Information: Election commission has an arrangement to inform the voter - their voter number and polling station. Voter can know their voter number and polling station through push-pull SMS through their mobile phone.

6. Social Media:

Face book is very popular in Bangladesh. A large number of young people use the social media. Election Commission takes the opportunity to disseminate its IEC materials through face book. Besides others social Medias also use for Campaign. Different article on election also posts on blog.

7. Website:

Election Commission maintains a very resourceful web-site. All the electoral materials including announcement, circulars, gazettes, laws are uploaded regularly. Besides candidates information, furnishes in declaration of nomination papers also uploads in EC website.

8. Political parties and candidate:

Political parties play a significant role in civic education and voter education. They carry out huge campaign for their party and candidates. In fact political parties/candidates are the real player to create festive mode in election. Part of their campaign political parties distribute voter slip containing voter number and vote centre to the each voter with their urge of voting. This door to door campaign is a unique voter education campaign.

Women Voters:

All most half of the voters in the country are women voters. So it is very important of women voters' access in the electoral process to make the election successful. Engagement of women voter in the electoral increases the voters' turnout which make the election more credible. Participating in the electoral process ensures women participation in the decision making process. Predication in the electoral process also empowers the women. Election Commission designs and implements special campaign for women voters. It includes TVC, Poster, Stickers, Rally, Discussion, SMS. NGOs particularly, who works with women implement different motivational program for women voters.

Youth Voter:

One third of the voters of the country are youth. Basically they play a vital role in election. Youth voters are highly engaged in electoral campaign of political parties. In fact, youth are the driven force of free fair and participatory election. Election commission has special motivation programme for youth voters. Specific IEC materials are developed to motivate the young voters. Youth festival/carnival also organized by different NGOs and youth forums.

Voter Participation in different elections in Bangladesh:

People of the country are very enthusiastic to participate in the electoral process. The voters are fully aware about their fundamental right of vote. Massive participation in the electoral process turns the event in festive mode. That why voters turnout in different election is very high.

Conclusion:

Voters are the central actor and the real hero in electoral process. 'I have the power', this realization of the voters is very important to make the democracy effective. Election Commission Bangladesh runs huge voter education campaign to inform, empower, engage and facilitate the voter for massive participation in the electoral process.



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের একটি জনসংশ্লিষ্ট ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সাইফুল হক চৌধুরী

নির্বাচনে নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নির্বাচনী প্রচারণা

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়নধীন ‘Support to the Bangladesh Parliamentary Elections 2018/19 (SBPE)’ প্রকল্পের আওতায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীদের নিরাপদ অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট প্রদানের লক্ষ্যে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক র্যালি, আলোচনা সভা এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট, ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নির্বাচন পূর্ববর্তী এ আয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন এর কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধিবৃন্দ, নারী নেত্রী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি এবং সাধারণ ভোটাররা অংশ নেন। ডিসেম্বর ২০১৮ এ মাসব্যাপী নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ৩৩৮৮ জন সরাসরি অংশ নেয় এবং দুই দিনব্যাপী ৫টি জেলায় এবং নির্বাচন শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেয় ১৫৫ জন যেখানে নারী অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৩৮ জন।

দেশব্যাপী নারীদের নিরাপদ ভোট প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ ঢাকায় সমাজের সর্বস্তরের অংশীজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় মাল্টি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন প্রোগ্রাম। নির্বাচন পরিচালনাকারী, প্রশাসন, পুলিশের প্রতি আহবান জানানো হয়, নারীরা সহিংসতার সম্মুখীন হয় এরকম জায়গাগুলো নির্বাচনের পূর্বে চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী অহিংস পরিবেশ নিশ্চিত করতে আগাম পরিকল্পনা করা এবং বাজেট বরাদ্দ করার।

নির্বাচনে নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, তরুণ ভোটারদের ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ এর বিষয়ে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং অংশীজনের ভূমিকাসহ নানাবিধ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে র্যালিতে অংশগ্রহণকারীগণ ‘আসুন, নির্বাচনী সহিংসতাকে না বলি এবং নারী, ভোট দিন ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য’ শীর্ষক শ্লোগান দেয়। নির্বাচনে ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচনী কর্মকর্তা, সমর্থক এবং প্রচারকর্মী হিসেবে একজন নারী যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, সে সকল সমস্যা উত্তোরণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ করতে দেশের সাধারণ মানুষের মতামত নেয়া হয়। এছাড়াও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত একটি নাটিকাও অভিনীত হয়। নির্বাচনী সহিংসতার বিরুদ্ধে এবং তরুণ প্রজন্ম এবং নারীর শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সারাদেশের ভোটারদের সচেতন করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫টি Public Service Announcement (PSAs) গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের এ ব্যতিক্রমী আয়োজন ব্যাপক সাড়া ফেলে। নির্বাচন কমিশন, অংশীজন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অহিংস, উতসবমুখর করার লক্ষ্যে কার্যকর মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। অংশীজনের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান হয় এবং নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে সকলে মিলে প্রতিবন্ধকতাগুলো উত্তোরণের উপায় খুঁজে বের করা হয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অধিকাংশ অংশীজনই মতামত দেন যে, নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইলে, নির্বাচনী সহিংসতা রোধ করতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের বছরব্যাপী উদ্যোগ করতে হবে। এত একদিকে নির্বাচনী সহিংসতা থেকে দেশ বেরিয়ে আসতে পারবে এবং অন্যদিকে নারীরা, তরুণরা তাদের মেধা, যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ এবং দেশকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে।

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম রংপুর, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্ভাষিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালা ও র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্ভাষিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শাহাদাত হোসনে চৌধুরী বরিশাল ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মশালা ও র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্ভাষিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে দিকনির্দেশনা দেন। পাশাপাশি অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেওয়ার আহবান জানান। এই আলোচনা সভা এবং কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রচার করা হয়। UNDP Bangladesh, UN Women Bangladesh, Swiss Agency for Development and Cooperation in Bangladesh এই কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে।

লেখক: উপপ্রধান, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়



National Voter Day, Right to Vote and Related Issues - Bangladesh Perspective

Md. Abdul Halim

Bangladesh came into being as an independent country in the year of 1971. Article 1 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh stipulates- "Bangladesh is a unitary, independent, sovereign Republic to be known as the Republic of Bangladesh". The Parliament is unicameral conforming to the concept one state, one government, one Election Commission and one House of Legislation with its only capital in Dhaka. Bangladesh is located on the northeastern part of South Asia.

Bangladesh is a democratic Republic. Democracy as well as supremacy of people's will is enshrined in the constitution of Bangladesh. Constitution guarantees elected representatives for all level of governments. The spirit of democratic values is treated as the guiding principle of the country.

According to the Constitution of Bangladesh it shall be a fundamental aim of the state to realize the democratic process. It is our sacred duty to protect and defend the will of the people of Bangladesh so that we may prosper in freedom and may make our full contribution towards international peace and cooperation in keeping with the progressive aspirations of mankind. Our Constitution also affirms that all powers in the republic belong to the people in which fundamental human rights and freedom and respect for the dignity of the human person shall be guaranteed.

The Parliament and its Elections

The Parliament is a legislative body consisting of 350 members, 300 members elected by adult franchise and 50 seats are kept reserved for the women for being elected by the members of Parliament. These reserved seats are distributed proportionately among the political parties on the basis of occupying the positions by them through direct election. The tenure of the Parliament is five years.

The election for the members of Parliament is held within ninety days before the expiration of tenure, and within ninety days upon dissolution of Parliament by reason other than expiration. The Representation of the People Order, 1972 (RPO), the main legal instrument, has spelled out the detailed functions of the Commission for conducting elections. Subject to relevant provisions of the RPO, the Commission can regulate its own procedure for the purpose of conducting elections.

Along with national level government, Bangladesh have four tiers of local government bodies, namely, Union parishad or Pourashava, Upazila Parishad, City Corporation and Zila Parishad. Each of the tiers is formed with elected representatives. Election to all these tiers are conducted by Bangladesh Election Commission.

Establishment of Election Commission

The President exercises his authority under Article 118 for establishing the Election Commission of Bangladesh. The first Election Commission of newly independent Bangladesh was established in 1972. Since then 11 Election Commissions were formed. The President has appointed the present Commission composing of one Chief Election Commissioner and four other Commissioners in February 2017 with-

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

1. K.M. Nurul Huda, Chief Election Commissioner
2. Md. Mahbub Talukdar, Election Commissioner
3. Md. Rafiqul Islam, Election Commissioner
4. Ms. Kabita Khanam, Election Commissioner
5. Brigadier General Shahadat Hossain Chowdhury (Retd.), Election Commissioner.

The Chief Justice of Bangladesh administers the oath of the Election Commissioners by custom for a reason that the Commission is a constitutional body.

Article 119 of the Constitution provides functions of Election Commission, that includes-

- a. hold elections to the office of President;
- b. hold elections of members of Parliament;
- c. delimit the constituencies for the purpose of elections to Parliament; and
- d. prepare electoral rolls for the purpose of elections to the office of President and to Parliament.

The Election Commission is an independent constitutional body in the exercise of its functions and subject only to the Constitution and to any other Act of Parliament made hereunder.

The term of office of the Election Commission is five years from the date on which it enters upon the office. The Election Commission is responsible for taking decisions on policy matter in general and that in relation to any elections matter in particular. The meeting of the Commission is chaired by the Chief Election Commissioner. The resolution in the meeting is adopted on the opinion of the majority in absence of consensus.

The Commission Secretariat

The Election Commission with its secretariat is housed in a new building furnished with modern equipment and digital facilities. It is popularly referred to as Nirbachon Bhaban, located at Agargaon in Dhaka

The secretariat is headed by a full Secretary to the government. It is responsible for implementation of the decisions of the Commission as well as administration of the personnel and management of the field level election offices. The secretariat and offices down to the Upazila or Thana are manned by dedicated personnel with high degree of professional expertise. It has offices at all administrative units of the government— ten zonal offices at ten Divisions, District Election Offices in the Districts and Upazila Election offices at all Upazilas .

Intra-party democratic practices

The Representation of the people's order, 1972 appropriately ensures the practice of democracy within the political party. Article 90 of the RPO makes it mandatory for every registered political party to elect the members of the committees at all level including members of the central committee; and to finalize nomination of candidate by central parliamentary board of the party in consideration of panels prepared by members of the Ward, Union, Thana, Upazila or District committee, as the case may be, of concerned constituency.

Empowering women

Bangladesh Election Commission encourages all registered political party to reserve party positions for women. According to the Article 90B of the RPO it is mandatory for every registered political party to fix the goal of reserving at least 33% of all committee positions for women including the central committee and successively achieving this goal by the year 2020.

Transparency

Transparency in Electoral process is the most important issue in any election management. Transparency in election consists of transparency in voter registration, transparency in voting process, transparency in vote counting and in announcement of result. In fact, transparency has to be ensured at every step of electoral process. Transparency requires to be made visible and visibility in both metaphoric and literal sense contributes to the trust of stakeholders.

National Voters' Day

For the improvements of voters' awareness Bangladesh Election Commission has introduced the observance of 'National Voter Day'. The 1st day of the month of march has been fixed as national voter day. The Commission has come to a decision on principle to start the yearly periodic program for voter registration on this day. The Commission has also decided that the day will be observed with due importance. Different programs will be arranged throughout the country at all Division, District and Upazila level. The aim of the observance of this day is to create awareness among eligible citizens about the importance of becoming a voter and casting his votes in different election.

On voter registration

In Bangladesh Voter Registration Process is transparent and inclusive. Every citizen of the country is enrolled during voter registration program. Article 121 and 122 of the Constitution of Bangladesh provides legal provision for voter registration. According to our Constitution, there shall be one electoral roll for each constituency for the purposes of election to parliament, and no special electoral roll shall be prepared so as to classify electors according to religion, race, cast or sex. The Elections to parliament shall be on the basis of adult franchise.

Qualifications of a voter

According to Constitution a person shall be entitled to be enrolled on the electoral roll for a constituency delimited for the purpose of election to the parliament, if he-

- is a citizen of Bangladesh;
- is not less than eighteen years of age;
- does not stand declared by a competent Court to be of unsound mind;
- is or is deemed by law to be a resident of that constituency; and
- has not been convicted of any offence under the Bangladesh collaborators special Tribunal order 1972.

Voter Enumeration

Usually electoral rule is updated every year. For this purpose special programs are taken periodically on yearly basis. However, voter registration is a continuous process. Any citizen can register himself any time in the electoral roll of his place of residence at Upazila or Thana Election Office concerned.

In Bangladesh voter registration is pretty voter friendly. Enumerators go door to door to find eligible person to register as voters. Usually local government/semi government employees are engaged to perform this important task. Enumerators check every voter's eligibility and it is cross checked by a supervisors who is also a government/semi government employee of higher rank than the enumerator. Local government body representatives also examine a prospective voter and certify about his or her eligibility. So there is hardly any possibility of any left out voter if he is not absent in his residence.

Electoral roll with biometric features

Another unique feature of our voter registration is that we have a computerized database of all voters and we collect voters' photograph and biometric features like finger print and Iris. Because of this feature duplication in voter registration can be prevented 100%. During any new registration process new voter's finger print is matched first with other voters so that we can check if he or she has already registered by now. so we can eliminate every fake voter.

Finalizing draft voter list

After completion of voter enumeration by enumerators and supervisors, registration officer publish draft voter list; after publication of draft voter list Election Commission appoint appellate authority to consider any appeal against and for enrollment of any voter. A draft voter list is finalized after disposal of all appeal received by appeal authority. Thus voter registration is completed. I think ours is a full proof registration process.

Providing national identity card

Through this voter registration process every Bangladeshi citizen is given a national identity card and his particulars are stored in a central server so that government and nongovernment agencies or service providers can access some basic information of the citizen and provide him services like opening bank account, doing financial transaction, collecting passport, selling and buying property, receiving govt. pension or any other social safety assistance and many more services.

Electing representatives at every level of government is essentially fundamental to democracy. Conducting election to any level of government is a huge task which demands serious treatment. Best practices in any election contribute to the capacity building of any election management body, which also helps to build trust and credibility of the electors.

Voters' or electors' higher degree of participation in voting is a vital indicator of a better election. Better voter registration can ensure better participation and higher turn up at any poll remarkably contribute to the better electoral practice.

Writer: Deputy Secretary, Election Commission Secretariat



বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

এস এম আসাদুজ্জামান

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ একটি স্বীকৃত বিষয়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন মনে করে সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার দক্ষ পরিচালনায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ দেশী ও বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানায়।

জানা যায় ১৮৫৭ সালে মলডোবা এবং ওয়ালবিয়ার (বর্তমান রুমানিয়া) গণভোট ইউরোপীয় দেশসমূহ মনিটর করেছিল। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত নির্বাচন মনিটর বা পর্যবেক্ষণের বিষয়টি আর বিকশিত হয়নি বা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের চর্চা হয়নি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নির্বাচন ও গণতন্ত্রের একটি একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড দাড়িয়ে যায়, তখন হতেই মূলত নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি বিকশিত হতে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শুরু করে। বিশেষ করে যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ধারা দুর্বল, নির্বাচনী ব্যবস্থা স্বচ্ছ নয় বা গণতন্ত্র একটি ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করেছে সেসব দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে যেসব দেশে দীর্ঘদিন যাবত গণতান্ত্রিক চর্চা হচ্ছে বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে সেসব দেশেও নির্বাচন মনিটর করা হচ্ছে। এদের মধ্যে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সের মতো দেশও রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে- Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আফ্রিকান ইউনিয়ন, কার্টার সেন্টার, কমনওয়েলথ ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা ANFREL, ওবিভিন্ন দেশের ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডির সংঘটন আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের স্থানীয় এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সংস্থা স্থানীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। ১৯৯১ সনে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। তবে এ নির্বাচনে শুধুমাত্র বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন কমিশন হতে অনুমোদন ও পরিচয়পত্র দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদসহ বেশ কিছু স্থানীয় সংস্থা হতে প্রায় ৩০ হাজার পর্যবেক্ষকের জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনগত ভিত্তি না থাকায় তাদের কোন আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়া হয়নি। তবে ভোটকেন্দ্রের বাইরে থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কোন আপত্তি ছিল না। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এভাবেই স্থানীয় পর্যবেক্ষকগণ পর্যবেক্ষণ করেন। জাপান, সার্ক অবজারভেশন টীম, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা এনডিআই, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও কমনওয়েলথ হতে ৫৯ জন বিদেশী পর্যবেক্ষক ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিল।

নির্বাচন কমিশন হতে স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয় দাপুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ মডেল নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এরপর জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনসহ বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অনুমোদন ও পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।

মূলত: ১৯৯৬ সনে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ নির্বাচনের সময়ই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশী ও বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে- যার আওতায় দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমোদন দেয়া হয়। নীতিমালায় পর্যবেক্ষকদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৬টি স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রায় ৪৫ হাজার পর্যবেক্ষক এবং ৩৪টি বিদেশী সংস্থা ও ঢাকাস্থ বিদেশী মিশনের ২৬৫ জন বিদেশী পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পর্যবেক্ষণের বিষয়টি আরো সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় ও বিদেশী পর্যবেক্ষক সংস্থার জন্য দুটি আলাদা নীতিমালা করা হয়। এ নির্বাচনে ৬৯ সংস্থার সর্বোচ্চ সংখ্যক মোট ২১৮০০০জন স্থানীয় পর্যবেক্ষককে অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া ৩২টি দেশ হতে বিদেশী পর্যবেক্ষক ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টির কোন আইনী ভিত্তি ছিলো না। শুধু নির্বাচন কমিশনের নীতিমালার মধ্যে ন্যাস্ত ছিল। ২০০৮ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ এর ৯১সি তে পর্যবেক্ষক বিষয়ে নতুন ধারা সংযোজন করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি আইনী কাঠামোর ভিতর নিয়ে আসা হয়। এসময় পর্যবেক্ষক নীতিমালা আইনের আলোকে পূর্নগঠন করা হয় এবং স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহকে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নীতিমালার নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১০ সালে ১২০টি সংস্থাকে নির্বাচন কমিশন ৫ বছরের জন্য নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৭৫টি স্থানীয় সংস্থার মোট ১৫৯১১৩জন পর্যবেক্ষককে অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া ১৭টি বিদেশী সংস্থার ৫৯৩জন বিদেশী পর্যবেক্ষক এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপকভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা না হলেও সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। ৩৫টি সংস্থার ৮৮৭৪ জন স্থানীয় পর্যবেক্ষক এবং দুটি দেশের ৪জন বিদেশী পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিল।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮১টি সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আবেদন জানায়। তাদের ২৫০০০ জন পর্যবেক্ষকদের অনুমোদন দেয়া হয়। তবে কয়েকটি সংস্থা আর্থিক কারণে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হতে বিরত থাকায় ১০০০০ পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়াও সিটিকর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন স্থানীয় পর্যবেক্ষক এবং স্থানীয় কুটনৈতিক মিশন হতে পর্যবেক্ষণ করা হয়

সামগ্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি স্পর্শকাতর প্রক্রিয়া- যার প্রতিটি ধাপেই রয়েছে আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা যা অসুরণ করে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হয়। নির্বাচন কমিশন দেশী ও বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে স্বাগত জানায়। তবে ব্যাপক আকারে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় কোন বিঘ্নের সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সতর্ক। এছাড়া রাজনৈতিক দলের মধ্য হতেও নির্বাচন দেশীয় পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করেই নির্বাচন কমিশন হতে দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অনুমোদন দেয়া হবে।



লেখক: যুগ্মসচিব (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

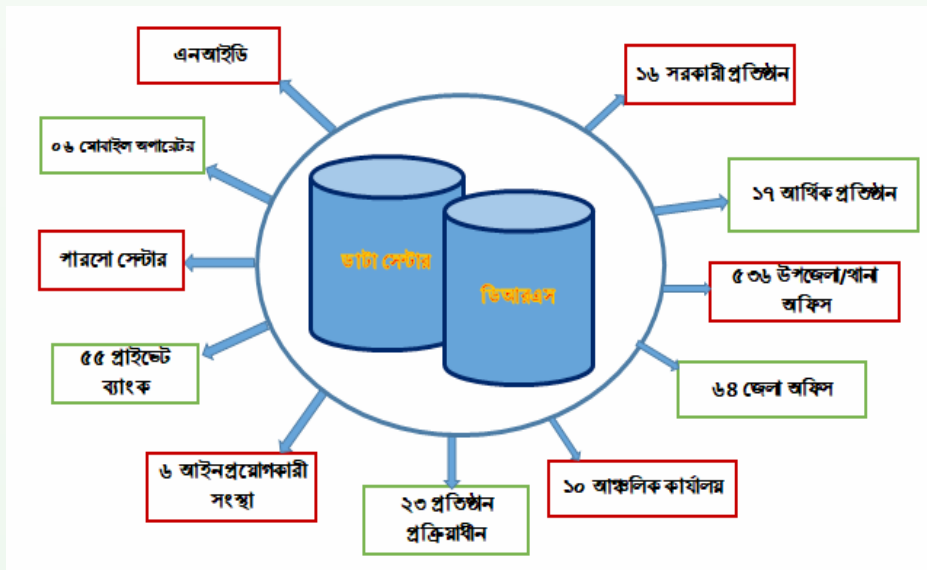
জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার

ভূমিকা

সুষ্ঠু নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও গণতান্ত্রিক ধারাকে এগিয়ে নিতে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা ও তথ্যভান্ডার অপরিহার্য। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের সহায়তায় ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানে সহায়তা প্রদান প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নিবন্ধিত ভোটারদেরকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করার পাশাপাশি একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে এ তথ্য ভান্ডার তথা ডাটাবেজ বাংলাদেশের নাগরিক সনাক্তকরণে স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করছে।

স্বচ্ছ ও কার্যকরী সেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে দেশের নাগরিকদের সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান এবং একই সাথে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিকগণ কি কি সুবিধা পেতে পারেন তাও চিহ্নিত করা অপরিহার্য। Comprehensive National Identification (NID) System উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। NID ব্যবস্থা নাগরিকদের সঠিক পরিচিতি প্রদান এবং যথার্থতা ও সত্যতা যাচাইকরণে সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও এর সুফল ভোগ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও সঠিকভাবে নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান এবং এর ব্যবহার ও যথার্থতা যাচাইয়ের পদ্ধতি হিসেবে NID ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ও পরিচিতি ডাটাবেজ ব্যবহার করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিচিতি যাচাইসেবা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ডাটাবেজ ব্যবহার ও পরিচিতি সেবার কাঠামো



জাতীয় পরিচিতি সেবা

নির্বাচন কমিশনের সাথে MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে বর্তমানে ১০৬টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা প্রদান ও সুবিধাভোগি যাচাই কার্যক্রমে জাতীয় পরিচিতি যাচাই সেবা ব্যবহার করছে।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড: জাতীয় পরিচিতি যাচাই সেবা গ্রহণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ই-টিন নিবন্ধন কার্যক্রমে প্রায় ৩ মিলিয়ন টিনধারীর তথ্য যাচাই করা হয়। জাতীয় পরিচিতি যাচাইয়ের ফলে এ সময়ে ১.৮ মিলিয়ন দ্বৈত টিনধারী চিহ্নিত করা হয় এবং প্রকৃত টিনধারীর সংখ্যা ১.২ মিলিয়নে নেমে আসে। জাতীয় রাজস্ববোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রকৃত করপ্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা সরকারের রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করেছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা: অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণে (pay fixation) পরিচিতি যাচাই বাধ্যতামূলক করায় প্রায় ১০ লক্ষ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রায় লক্ষাধিক ভূয়া চাকুরিজীবী চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পাবলিক এক্সপেনডিচার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় সরকারি চাকুরিজীবীদের পেনশন প্রদান কার্যক্রমে পরিচিতি যাচাইয়ের ফলে ১ বছরে পেনশনের জন্য ব্যাংক কমিশন হিসাবে প্রদেয় প্রায় ৭১ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এ ছাড়াও ধর্ম মন্ত্রণালয় হজ্জযাত্রীদের নিবন্ধন, সমাজ সেবা অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (A2I Program) বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রদানে সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক গৃহ জরিপ ও তথ্যভান্ডার তৈরী কার্যক্রমে এই তথ্য ভান্ডারের ব্যবহার করা হচ্ছে। এসকল কার্যক্রমে জাতীয় পরিচিতি সেবা যাচাইয়ের ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকার অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে, সঠিক ব্যক্তির সঠিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে, সুশাসন জোরদার হচ্ছে। স্বাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে পরিচিতি যাচাই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মোবাইল ফোন অপারেটর: মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহ বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন/পুণ: নিবন্ধন কার্যক্রমে জাতীয় পরিচিতি যাচাই সেবা গ্রহণ করে নির্ধারিত সময়ে ১২ কোটির অধিক সিম নিবন্ধন/পুণ: নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছে। বায়োমেট্রিক সিম নিবন্ধনের ফলে অবৈধ ভিওআইপি, মোবাইল মানি লন্ডারিং, মোবাইল চাঁদাবাজি, মোবাইলফোনে হুমকি দেবার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের পক্ষে মোবাইল ফোনে ক্রিমিনাল ট্র্যাক করা সহজতর হয়েছে, ভূয়া সিম গ্রাহক চিহ্নিত করা ও তাদের নিবন্ধন বাতিল করা সম্ভব হয়েছে।

পরিচয়বিহীন লাশ সনাক্তকরণ: স্কবক (মস্তিস্কবিহীন) লাশ সনাক্ত করার ক্ষেত্রে NID বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান: বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা, ঋণ প্রাপ্তি, গ্রাহক পরিচিতি যাচাই, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি কার্যক্রমে জাতীয় পরিচিতি যাচাই সেবা ব্যবহার করছে। এতে করে প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহক পরিচিতি যাচাই সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, অর্থের অপচয় রোধ হয়েছে, অল্প সময়ে অধিক সেবা গ্রহীতার পরিচিতি যাচাই ও সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনলাইনে জাতীয় পরিচিতি যাচাই সেবা প্রদান করছে। এ সেবার আওতায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত ১০৬ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরণ ও সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	সরকারী প্রতিষ্ঠান	১৮	বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ বিভাগ ইত্যাদি
২	মোবাইল ফোন অপারেটর	০৬	গ্রামীণ ফোন, রবি, এয়ার টেল, টেলিটক, বাংলালিংক, সিটিসেল
৩	বে-সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৭	স্ট্যান্ডার্ডচার্টার্ড ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ডাচবাংলা ব্যাংক ইত্যাদি
৪	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৫	আইডিএলসি, আইপিডিসি, মাইডাস ফাইন্যান্স লিমিটেড ইত্যাদি
মোট		১০৬	

জাতীয় পরিচিতি যাচাই সেবার ধরণ:

সেবার ধরণ	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	যাচাই প্রক্রিয়া	মন্তব্য
এপিআই এর মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ সেবা	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ	অনলাইনে আইডি নম্বর, জন্ম তারিখ প্রেরণ করা হলে ডাটাবেজ হতে নাম, আইডি নম্বর, জন্ম তারিখ, পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, ছবি সরবরাহ করা হয়।	রাজস্ব বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইত্যাদি
এপিআই এর মাধ্যমে ফিঞ্জারপ্রিন্ট যাচাই সেবা	মোবাইল অপারেটরসমূহ	অনলাইনে আইডি নম্বর, জন্ম তারিখ, আঙ্গুলের ছাপ প্রেরণ করা হলে ডাটাবেজ হতে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তথ্য যাচাই করে হ্যাঁ/না আকারে জানানো হয়।	সকল মোবাইল অপারেটর
এপিআই এর মাধ্যমে তথ্য যাচাই সেবা	সরকারি প্রতিষ্ঠান	অনলাইনে নাম, আইডি নম্বর, জন্ম তারিখ, পিতার নাম, মাতার নাম প্রেরণ করা হলে ডাটাবেজ হতে শুধুমাত্র এ সকল তথ্য যাচাই করে হ্যাঁ/না আকারে জানানো হয়।	পরিসংখ্যান ব্যুরো
এপিআই এর মাধ্যমে ফিঞ্জারপ্রিন্ট ব্যবহার করে ব্যক্তি সনাক্তকরণ	আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ	বেওয়ারিশ লাশ, জঙ্গি, অপরাধীদের আঙ্গুলের ছাপ অনলাইনে প্রেরণ করা হয় এবং ডাটাবেজে রক্ষিত সকল বায়োমেট্রিক তথ্যের সাথে আঙ্গুলের ছাপ যাচাই করে পরিচিতি সনাক্ত করা হয়।	ব্যাব, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, পিবিআই ইত্যাদি
পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য যাচাই সেবা	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	অনলাইনে আইডি নম্বর, জন্ম তারিখ প্রেরণ করা হলে ডাটাবেজ হতে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম, আইডি নম্বর, জন্ম তারিখ, পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম ও ছবি ইত্যাদি ইমেজ আকারে পোর্টালে প্রদর্শন করা হয়।	সকল বেসরকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
ওয়াইল্ড সার্স এর মাধ্যমে ব্যক্তি সনাক্তকরণ	আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ	অনলাইনে বিভিন্ন তথ্য যেমন- নাম, পিতার নাম, জেলা, উপজেলার নাম ইত্যাদি আংশিক তথ্যের ভিত্তিতে ডাটাবেজ হতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচিতি যাচাই করে প্রয়োজনীয় তথ্য পোর্টালে প্রদর্শন করা হয়।	

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

যে সকল সেবা প্রাপ্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হচ্ছেঃ

১. আয়কর দাতা শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) প্রাপ্তি	১২. শেয়ার আবেদন ও বিও একাউন্ট খোলা
২. ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন	১৩. ড্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি
৩. পাসপোর্ট প্রাপ্তি ও নবায়ন	১৪. যানবাহন রেজিস্ট্রেশন
৪. চাকুরীর জন্য আবেদন	১৫. বিভিন্ন বীমা স্কীমে অংশগ্রহণ
৫. স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় – বিক্রয়	১৬. বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন
৬. ব্যাংক হিসাব খোলা	১৭. নির্বাচনে ভোটার শনাক্তকরণ
৭. ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তি	১৮. গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ
৮. সরকারি বিভিন্ন ভাতা উত্তোলন	১৯. টেলিফোন ও মোবাইল সংযোগ
৯. সরকারি ভর্তুকি, সাহায্য, সহায়তা প্রাপ্তি	২০. বিভিন্ন ধরনের ই-টিকেটিং
১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি	২১. আসামী/অপরাধী সনাক্ত করণ
১১. বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (BIN) প্রাপ্তি	

পরিচিতি সেবার মাধ্যমে রাজস্ব আয়:

জাতীয় পরিচিতি সেবার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয়ের নতুন খাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচিতি সেবার মাধ্যমে ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে ১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিগত সময়ে প্রায় ৩৩৫ মিলিয়ন বার তথ্যভান্ডার হতে নাগরিকদের পরিচিতি যাচাই করা হয়েছে। এ খাত হতে প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

তথ্য সূত্র: জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ



বাংলাদেশে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক

ভূমিকা:

জাতীয় পরিচয়পত্র একটি বহনযোগ্য ডকুমেন্ট যা কোন নাগরিকের পরিচিতির নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সেবা-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বিধান করে। বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রচলন নির্বাচন কমিশন তথা বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের বিষয়। সুষ্ঠু নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও গণতান্ত্রিক ধারাকে এগিয়ে নিতে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা ও তথ্যভান্ডার অপরিহার্য। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের সহায়তায় ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানে সহায়তা প্রদান!! প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নিবন্ধিত সকল ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করার পাশাপাশি একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়। এ তথ্যভান্ডার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে কাগজে মুদ্রিত লেমিনেটেড পরিচয়পত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্র বিশেষ পরিচয়পত্র জাল করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন তার তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে বাংলাদেশের সকল নিবন্ধিত নাগরিকদের স্মার্ট কার্ড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নাগরিকদের স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

ডিজাইন:

বাংলাদেশের জাতীয় পরিচিতি ও জাতীয় প্রতীকসমূহকে ধারণ করে বাংলাদেশের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের সামগ্রিক ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের ডিজাইন কালে দেশজ অনুভূতি এবং দেশাত্ববোধক উপাদানসমূহকে বিশেষ ভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের ডিজাইন নির্ধারণকালে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক ও প্রতিকৃতিসমূহকে সন্নিবেশিত করে এর সঠিক অবয়বকে দৃষ্টিভঙ্গি করে দেশাত্ববোধকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় পরিচয়পত্র একজন পরিচয়পত্রধারীকে বাংলাদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা রাখা যায়।

জাতীয় পরিচয়পত্রের ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রধান্য পেয়েছে লাল সবুজের পতাকা যা প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকের প্রাণের আবেগের সাথে সম্পৃক্ত। এই পরিচয়পত্রের ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং চা পাতা। ডিজাইনে আরো অন্তর্ভুক্ত আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং বর্তমান জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, বাংলাদেশ সরকারের লোগো, Bangladesh এর সংক্ষিপ্ত ইংরেজী রূপ BGD ইত্যাদি। জাতীয় পরিচয়পত্র ডিজাইনকালে জাতীয় “প্রতীক ও প্রতিকৃতি” এর সকল উপাদান শুমাত্র সৌন্দর্য বর্ধন এবং বাংলাদেশী চেতনার প্রতিফলন হিসাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরং জাতীয় পরিচয়পত্রের ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত এ সকল উপাদানের প্রত্যেকটিই এক একটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক গঠিত ডিজাইন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পরিচয়পত্রের ডিজাইনে সামনের দিকের উপরিভাগের বাম কোনায় রয়েছে বাংলাদেশ সরকার এর “Logo” উপরিভাগের মাঝের অংশে ১ম লাইন “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার” ২য় লাইন “Government of the people’s Republic of Bangladesh” এবং ৩য় লাইন “National ID Card /জাতীয় পরিচয়পত্র” লেখা আছে। NID কার্ড এর উপরিভাগে ডান কোনায় রয়েছে জাতীয় ফুল শাপলা, একটি জলছাপ, ঘোষ্ট ইমেজ, মাঝে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে রয়েছে লাল সবুজ এর বাংলাদেশের পতাকা, হলোগ্রাম এবং CLI। জাতীয় পরিচয়পত্রে

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী দৃশ্যমান রাখা হয়েছে এবং দৃশ্যমান তথ্যসহ বাকী সকল তথ্য memory chip এ সংযোজিত রয়েছে (বায়োমেট্রিক্স তথ্য সহ)।

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের পিছনের দিকে উপরিভাগে থাকছে ২ডি বার কোড। বার কোড এর নিচে বাম পাশে লেখা আছে “এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোস্ট অফিসে জমা দেয়ার অনুরোধ করা হলো”। ডান পাশে রয়েছে শাপলা ফুল এর ছবি, UV light এর মাধ্যমে দৃশ্যমান বাংলাদেশ সরকারের লোগো, ঘোষ্ট ইমেজ। মাঝে আছে নাগরিকের রক্তের গ্রুপ/Blood Group এবং নিচের অংশে রয়েছে প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও প্রদানের তারিখ।

স্মার্ট কার্ডের উপাদান:

স্মার্ট জাতীয় পরিচয় পত্রের উপাদান হিসাবে Poly Carbonate (PC) ব্যবহার করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন – ২০১০ এ বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ বছর। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বে প্রচলিত Smart Card সমূহে যে সকল উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে সে সকল উপাদানের মধ্যে Poly Carbonate (PC) কার্ড এর মেয়াদ এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১০ বছর বিধায় বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয়পত্রের উপাদান হিসাবে Poly Carbonate (PC) ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেমন indestructible eye glass, DVD surface, smart card ইত্যাদি কাজে Poly Carbonate এর ব্যবহার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত বিধায় ID Card এর উপাদান হিসাবে PC ব্যবহার করা হয়েছে।

ID Card এর নিরাপত্তার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যেমন- guilloches, rainbow printing, screen-printing, OVIs, transparent & Metallic holograms, Ultraviolet inks ইত্যাদি সহজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। Poly Carbonate কার্ড এ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এবং তথ্যাবলী বিভিন্ন লেয়ারে সন্নিবেশিত হয় বিধায় কোন একটি লেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাতে কার্ডের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা তথ্যাবলীর কোন ক্ষতি হয় না এবং তথ্যাবলী পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। Poly Carbonate কার্ড authenticate করা সহজ কিন্তু জাল করা প্রায় অসম্ভব এবং কষ্টকর, ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান জাতীয় পরিচয়পত্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের ক্রমাগত গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন করছে যা সহজে Poly Carbonate কার্ড এ সন্নিবেশ করা যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের স্মার্ট কার্ডের উপকরণ হিসাবে Poly Carbonate ব্যবহার করা হয়েছে।

কার্ডের আয়ুষ্কাল:

বর্তমান বিশ্বে ID Card এর উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্লাস্টিক/PET/PC ব্যবহৃত হয়ে আসছে যার মধ্যে শুধুমাত্র PC কার্ডের আয়ুষ্কাল ১০ বছর হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যেহেতু ID Card হিসাবে PC এর ব্যবহার সাম্প্রতিক সেহেতু বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় ১০ বছর ব্যবহারের উদাহরণ এ পর্যন্ত বিদ্যমান পাওয়া যায়নি তবে ID Card হিসাবে PC এর ব্যবহার সর্ব প্রাচীনতম হিসাবে চীনে পাওয়া যায় যার মেয়াদ ৮.৫ বছর ধরে চলমান রয়েছে। সেহেতু PC এর আয়ুষ্কাল নিরূপনের জন্য এই মুহর্তে Laboratory test এর কোন বিকল্প নেই। Laboratory test এর ক্ষেত্রে ১০ বছর আয়ুষ্কালের জন্য simulation test করা হয়ে থাকে (Fogra নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে) যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই test এ প্রতি ১ মাস কে ১ বছর simulate করে PC কার্ড এর আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত PC কার্ডটির আয়ুষ্কাল নিশ্চিত করণের জন্য ৩ ধাপে Fogra test করানোর প্রক্রিয়া রাখা হয়েছে, যদিও PC কার্ড অবকাঠামোর জন্য ১টি Fogra test ই যথেষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে Fogra test সময়কাল ন্যূনতম ১০ মাস।

কার্ডে সংযোজিত চিপের ধরণ:

বিভিন্ন ধরণের Smart Card বা e-document ইত্যাদিতে ব্যবহৃত চিপসমূহ তিন ধরণের হয়ে থাকে। Contact Chip, Contactless Chip এবং Hybrid Chip (Combination of Contact & Contactless). Contact Chip সম্বলিত ID কার্ডের প্রচলন Smart card উদ্ভাবনের পর থেকেই চালু রয়েছে যা বর্তমানে ক্রমান্বয়ে Contactless এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে Hybrid Chip এর ব্যবহারও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, Smart Card বা Chip সম্বলিত কার্ড এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কার্ড এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করা। বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি দেশের অবকাঠামোর সামঞ্জস্যতা কার্ড এর Chip নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকৃতির এ সমস্ত Chip এর মূল্যের তারতম্য রয়েছে। এই মূল্যের তারতম্য আপাত দৃষ্টিতে কম মনে হলেও সার্বিক বিবেচনায় অধিক সংখ্যক ID কার্ড উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা ক্ষেত্র বিশেষে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মূল্য বিবেচনায় সবচেয়ে দামী Hybrid Chip তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম দামী Contactless Chip এবং তুলনামূলক সবচেয়ে কম দামী হচ্ছে Contact Chip। বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্রের সংখ্যা, চিপের দর, সম্ভাব্য সেবা প্রদানের অবকাঠামো সমূহ Contact Chip এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করে বাংলাদেশের ID Card এর জন্য Contact Chip নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে অবকাঠামোগত পরিবর্তন হলে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে উপযুক্ত Chip সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

চিপের আয়ুষ্কাল:

একটি Chip যা integrated Circuit (IC) দ্বারা তৈরী তার সার্বিক আয়ুষ্কাল নির্ভর করে Circuit এর Read/Write Cycle এর উপরে। Read/Write Cycle বিবেচনায় স্মার্ট কার্ডে অন্তর্ভুক্ত Contact Chip এর জন্য ন্যূনতম ১০০,০০০ cycle নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১০ বছরে প্রতিদিন ২৮ বার করে এই Chip ব্যবহার করতে পারা যাওয়া উচিত বলে গাণিতিকভাবে প্রতীয়মান হয়। যাই হোক যেহেতু Contact Chip টি Expose অবস্থায় থাকে সেহেতু আবহাওয়া/জলীয়বাষ্প, ঘাম, ঘর্ষণ এর দ্বারা Circuit এর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থেকে যায় বিধায় তার আয়ুষ্কাল কমে যেতে পারে। এ ছাড়াও Contact Chip হওয়ায় এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেশিনের স্পর্শের প্রয়োজনীয়তা থাকায় এর wear & tear অধিক হয়। সে ক্ষেত্রেও এর আয়ুষ্কাল কমার সম্ভাবনা থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, জলবায়ু বা ঘামের কারণে Chip এ মরিচা ধরার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। জাতীয় পরিচয়পত্রে Contact Chip ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় আবহাওয়া/জলীয়বাষ্প, ঘাম, ঘর্ষণ হতে Chip রক্ষার জন্য কার্ড এর সঙ্গে pouch নিশ্চিত করা হয়েছে। মেশিন এর সংস্পর্শে আশার জন্য সম্ভাব্য wear & tear রক্ষা করার জন্য ১,০০,০০০ cycle এর chip সংযোজন করা হয়েছে। যা দিয়ে একজন ব্যবহারকারী প্রতিদিন ২৮ বার তার কার্ডটি ব্যবহার (read/write cycle বিবেচনায়) করতে পারবে।

কার্ডে ব্যবহৃত চিপের তথ্য ধারণ ক্ষমতা:

বর্তমানে ব্যবহার্য IC বা Chip এর ভিতরে সর্বোচ্চ 256KB পর্যন্ত memory পাওয়া যায়। সম্ভাব্য applications এবং Data/তথ্য এবং Operating System (OS) এর উপর নির্ভর করে কার্ড এর memory নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত Smart Card এ সাধারণত 64 KB থেকে 128KB পর্যন্ত memory বিশিষ্ট কার্ড এর আধিক্য দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে বেলজিয়ামের ID কার্ডে সর্বোচ্চ applications run করে বলে জানা যায় যার memory size 64KB। বাংলাদেশের NID Chip এর ক্ষেত্রে OS ব্যতীত 60KB memory free রাখা হয়েছে। 60KB নির্ধারিত memory এর মধ্যে প্রায় 15KB memory ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, বাকী 45KB memory বিভিন্ন application run করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে যাতে প্রায় ২৫/৩০ বা তার অধিক সংখ্যক (application size ভেদে) application run করতে পারবে।

চিপের অপারেটিং সিস্টেম:

নির্ধারিত ভাবে কোন একক OS কার্ড এর জন্য ব্যবহার করা হয়নি। এই কার্ডের জন্য Java card (open platform) এবং Native Operating System রাখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, java একটি উন্মুক্ত operating system platform প্রদান করে থাকে। তবে পূর্ণাঙ্গ OS অত্যন্ত ব্যয় বহুল হওয়ায় সাধারণত Java OS কে customize করে Native OS তৈরী করা হয়ে থাকে। আইডি কার্ডের চিপ বিমানের ব্লাক বক্সের অণুরূপ কার্যক্রম সম্পাদন করে এবং সেবা প্রদান করে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশীয় অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য Native OS/Open platform গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বিধায় Native OS গ্রহণ করা হয়েছে এতে করে ISO Command Compliance নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও Native OS এর মাধ্যমে আইডি কার্ড এর বিভিন্ন standard commands নিশ্চিত করা তুলনামূলক সহজ হচ্ছে।

স্মার্ট কার্ডের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য:

Smart ID কার্ডের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রায় শতাধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য প্রচলিত রয়েছে। শতাধিক এ সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক মূল্যমান নির্ধারিত রয়েছে। একটি বলিষ্ঠ নিরাপত্তা বিশিষ্ট পরিচয়পত্রে শতাধিক এ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য হতে বিভিন্ন মাত্রার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা হয়ে থাকে যা সাধারণত ১৫ হতে ২৫ টির মধ্যে সীমিত বলে জানা যায়। কতগুলো নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করা উচিত আন্তর্জাতিক ভাবে এ ধরনের কোন নির্দেশনা বা Standard নেই। বাংলাদেশের ID Card টির নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ৩ স্তরে বিন্যস্ত করে প্রায় ২৫ টির মত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা একটি বলিষ্ঠ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ID Card হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তিন স্তরের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপে সংযোজিত হয়েছে।

- ১ম লেভেলের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সমূহ খালিচোখে দৃশ্যমান হবে।
- ২য় লেভেলের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সমূহ দেখার জন্য প্রয়োজন হবে বহনযোগ্য যন্ত্রাংশ যেমন- UV light, Magnifying Glass etc.
- ৩য় লেভেলের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সমূহ দেখার জন্য কোন ল্যাবরেটরিতে ফরেনসিক টেস্ট করার প্রয়োজন হবে।

কার্ডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক মান:

স্মার্ট NID কার্ডের বিভিন্ন অংশ সমূহ এবং পূর্ণাঙ্গভাবে কার্ড এর মানদণ্ড (Quality) আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য বর্তমান বিশ্বে Smart Card এর মানদণ্ড সংক্রান্ত প্রচলিত বিভিন্নধরনের Certification এবং test যা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক Quality Control standard কে সমর্থনকারী Certificate এবং test (যার জন্য যা প্রযোজ্য) বাধ্যতামূলক করে এ কার্ডের মানদণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের জন্য নিম্নরূপ Certification এবং Test এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে:

- Laser Engraving
- ISO standards
- Fogra Certification
- Manufacturer Certification (ISO & Related)
- Intergraf Certification material in all layers
- 100% Polycarbonate material in all layers
- ISO 7810, ISO/IEC7816 and ISO/IEC10373-1 standard. Tests reports must be issued by an independent laboratory which is ISO 17025:2005 certified one
- ICAO
- ISO 9001 and CWA 14641
- Authorization Letter

- IHMA Certification
- The chips must be minimum EAL 4+ certified
- ISO 7816-3. Implementing the T=0 and T=1 protocol.
- The chips must support a minimum of 100 000 write cycle
- Scratch resistant pouches
- Tear and tamper resistant
- Water, chemical, rust and mildew resistant
- Moisture resistant
- Electromagnetic field resistant
- Hologram

জাতীয় পরিচয়পত্রের সুবিধা:

- ৩ স্তরে ২৫ টির মত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে যা একটি বিশ্বমানের পরিচয়পত্র হিসাবে স্বীকৃত।
- শতভাগ পলিকার্বনেট উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে যা বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট এবং ন্যূনতম ১০ বছর টেকসই।
- লেজার এনগ্রেভিং করে ব্যক্তিগত তথ্যাদি ছাপা হয়েছে যা সাধারণ প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রণ সম্ভব নয়।
- ইলেকট্রন পদ্ধতি ব্যবহার করে transparent hologram সন্নিবেশিত হয়েছে যা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি।
- Chip সংযোজনের মাধ্যমে ব্যক্তির সকল তথ্য রাখা হয়েছে এবং biometrics, ছবি ইলেকট্রনিক format এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই চিপের মাধ্যমে বিভিন্ন apps run করা যাবে।
- তথ্য ব্যবহারের জন্য Chip, 2D Barcode, ও Machine Readable Zone (MRZ) রাখা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রায় প্রয়োজনীয় সকল সার্টিফিকেশন এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- International Civil Aviation Organization (ICAO) কমপ্লায়েন্সের জন্য ডাটা সন্নিবেশিত হয়েছে যা ভবিষ্যতে Travel document হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

তথ্য সূত্র: জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ



নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)

পরিচিতি ও কার্যক্রম

ভূমিকা: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। নির্বাচনি কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ করে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, ভোটার রেজিস্ট্রেশন কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর নির্বাচনি ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একটি প্রকল্প হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে এবং পরবর্তীতে ০১ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি রাজস্ব খাতভুক্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকলেও আবাসিক সুবিধা সম্বলিত সুসজ্জিত নিজস্ব নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে ০১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১২(বারো) তলা বিশিষ্ট ইটিআই ভবনটি প্লট-ই, ১৪/জেড, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগরে নির্বাচন ভবনের পাশেই অবস্থিত।

রূপকল্প (Vission): ২০২১ সালের মধ্যে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে উন্নত, সমৃদ্ধ, আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission): নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু, আইনানুগ, বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

ইটিআই এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে আইনগত, পদ্ধতিগত ও আচরণ সম্পর্কিত যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলোকে সমন্বিত রাখা এবং সুরক্ষিত করার জন্য এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
২. ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা;
৩. জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা;
৪. বিভিন্ন নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, আইনানুগ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সহায়তা করা;
৫. নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
৬. নির্বাচন কমিশন এবং এর জনবলের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা এবং সকল অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ ও কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৭. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি/পোলিং এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষকে নির্বাচন এবং ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি পদ্ধতি এবং আচরণ বিধি সম্পর্কে সচেতন করা।

জনবল কাঠামো: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এর সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট ৯৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে। মহাপরিচালক ছাড়াও ১ জন পরিচালক (প্রশাসন), ১ জন পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ৪ জন উপ পরিচালক, ৬ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ০১ জন সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ০১ জন মেডিকেল অফিসার ও ১ জন লাইব্রেরিয়ান, সুপারিন্টেনডেন্ট ০২ জন এবং ক্যাফেটেরিয়া সুপারভাইজার ০১ জনসহ মোট ৩ জন ২য় শ্রেণীর, ২৮ জন ৩য় ও ৪৬ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছেন। ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দায়িত্ব বণ্টন করা আছে।

ভৌত অবকাঠামো: নবনির্মিত ইটিআই ভবনটি ১২ (বার) তলা বিশিষ্ট। মূলতঃ ভবনের ৪র্থ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত ৯টি ফ্লোরে ইটিআই এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, ২টি বেজমেন্ট রয়েছে যেখানে ৭২টি গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা রয়েছে। ৪র্থ তলায় ২০০ আসন বিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ, স্টোর রুম, সভা কক্ষ এবং লাউঞ্জ রয়েছে। ভবনের ৫ম তলা হতে ৭ম তলা পর্যন্ত ০৩টি ফ্লোরে মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষ ছাড়াও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ০৪টি ও ০৮টি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কক্ষগুলোর মধ্যে ০২টি কক্ষে কম্পিউটার ল্যাব এবং ০১টি কক্ষে ল্যাপটপ ল্যাব রয়েছে। ৮ম তলায় খাবার পরিবেশের জন্য ৭২ আসনের একটি ডাইনিং স্পেস রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, আইন, বিধি এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪৩৮৭টি বই সম্বলিত ০১টি লাইব্রেরি; পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান এবং স্টোর রুমসহ রান্নার কক্ষ রয়েছে। ৯ম তলা থেকে ১২তম তলা পর্যন্ত ৪টি ফ্লোরে আবাসন (Dormitory)এর সুব্যবস্থা রয়েছে। একসাথে সর্বমোট ৯৯জন (পুরুষ ৭৪ জন ও নারী ২৫জন) প্রশিক্ষণার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থী: বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ, ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল পক্ষ এবং ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ; বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষে নিয়োগকৃত রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট; ভোটার রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসার, রিভাইজিং অথরিটি, সুপারভাইজার, তথ্যসংগ্রহকারী; পর্যবেক্ষক, ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারী কমিটির সদস্য, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষক/অতিথি বক্তা/বিশেষ বক্তা:

- ১) মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ;
- ২) সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিবসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়সহ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ৩) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ ও নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, পরিচালকসহ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ৪) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা/সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা;
- ৫) বিআইএম, ফিমা, অডিট অফিস, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, আইসিটি, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি, বিপিএটিসি ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের পেশাদার ও দক্ষ প্রশিক্ষকবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সাধারণত নিম্নলিখিত কোর্সগুলো পরিচালনা করে থাকে:

ক) দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Development) প্রশিক্ষণ:

- নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা;
- নির্বাচনি আইন, বিধি, আদেশ, অধ্যাদেশ ও প্রবিধান;
- ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভার ম্যানেজমেন্ট;
- অফিস ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
- বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং নির্বাচনি ডাটাবেস সিস্টেম ইত্যাদি;
- ইংলিশ ল্যাপটপ কোর্স;
- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবস্থাপনা (EVM)।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

খ) পরিচালনা (Operational) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ: জাতীয় সংসদ ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের প্রশিক্ষণসমূহ ক্যাসকেইড মডেলে (Cascade Model) পরিচালিত হয়ে থাকে।

গ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ:

- কোর প্রশিক্ষকদের ওয়ার্কশপ (Workshop for Core Trainers);
- মাঠ পর্যায়ের প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT);
- রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির সদস্য, নির্বাহী ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্রিফিং;
- নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (EMS), প্রার্থীর তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CIMS) এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (RMS) সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ উপলক্ষে রেজিস্ট্রেশন অফিসার ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT);
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ উপলক্ষে রিভাইজিং অথরিটিদের প্রশিক্ষণ;
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ উপলক্ষে ডাটা-এন্ট্রি অপারেটরদের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT)।
- মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ:
- প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদেও প্রশিক্ষণ (দিনব্যাপী);
- পোলিং অফিসারদেও প্রশিক্ষণ (অর্ধ দিবসব্যাপী);
- প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদের সাথে মত বিনিময়/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ;
- আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণের প্রশিক্ষণ;
- নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং বিভিন্ন এনজিও/সাংবাদিক/গণমাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিকগণ যারা নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের জন্য ব্রিফিং;
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ উপলক্ষে তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ;
- ভোটার তালিকা হালনাগাদ উপলক্ষে ডাটা-এন্ট্রি অপারেটর, টিম লিডার, প্রফ রিডারদের প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়পূর্বক মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিখন মডেল (Interactive Teaching Model) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আলোচনা (Discussion), উপস্থাপন (Presentation), প্রদর্শন (Demonstration), দলগত আলোচনা (Group Discussion), Role Play, প্রশ্নোত্তর (Question-Answer), পরিদর্শন (Visit), বিতর্ক (Debate), ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণসমূহকে অংশগ্রহণমূলক করা হয়। এছাড়া, প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকর করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিসহ মাল্টিমিডিয়া এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণাদি ব্যবহার করা হয়। ইটিআই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট BRIDGE (BUILDING RESOURCES IN DEMOCRACY GOVERNANCE & ELECTIONS) মেথডলজি ব্যবহার করেও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম (Curriculum): নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত বিভিন্ন নির্বাচন ও অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশনের পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচি/বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে থাকে।

প্রশিক্ষণ উপকরণাদি: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণকে অধিক কার্যকর করার জন্য প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণাদি ব্যবহার করে থাকে। প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে প্রশিক্ষক নির্দেশিকা (Trainers Guide) এবং প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য ম্যানুয়াল এবং পোলিং অফিসারদের জন্য নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়। ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা ছাড়াও প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, পেপার/বোর্ড, চক/মার্কার, নমুনা ব্যালট

পেপার, নমুনা কালির প্যাড, সিল, ব্যালট বাক্স, বিভিন্ন প্রকার ফরম ও প্যাকেট ও প্রয়োজনীয় স্টেশনারি দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে Training Videoসহ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষার্থী যার জন্য যেটি প্রয়োজন সেটি তাকে সময়মত সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নির্ণয় ও এর উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর মূল্যায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা রয়েছে। এ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক মূল্যায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বর্ষপঞ্জি: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতি বছর নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনসাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি তৈরি করে আসছে এবং সে মোতাবেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহ;

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কার্যকর ও আইনানুগভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হতে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৭,৭৩,১৯৬ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান মাধ্যমে একটি আইনানুগ নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। যে সকল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ:

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ(৬০০জন); ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ (TOT) ও নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (৬০০জন); রিটার্নিং অফিসারগণের (RO) প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং (৬৬জন); সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের (ARO) প্রশিক্ষণ (৫৮১জন); জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রশিক্ষণ (৬৩৩জন); ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী উপজেলা/থানা পর্যায়ের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ (TOT) ও নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (২০৮৫জন);

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রশিক্ষণ (৭৩২জন); মাঠ পর্যায়ের পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ (১০৫০০জন); ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির সদস্যগণের প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং (২৪১জন); ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (৬৯৬০০০জন); EMS CIMS & RMS সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ(১৩০০জন); আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্রিফিং (৮৫জন); আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং (৪৬০০০জন); ৬টি আসনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) (৪৫০জন) এবং ৬টি আসনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (১৭১৭১জন)।

অর্জন: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এপ্রিল ১৯৯৫ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সাল পর্যন্ত এশিয়া ফাউন্ডেশন, নোরাড, ইউএনডিপি ও অন্যান্য দাতা সংস্থা এবং সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কর্মকর্তা ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদে সর্বমোট ৭৬,১১,১৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

অবাধ, সুষ্ঠু এবং আইনানুগ নির্বাচন মূলত দক্ষ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। নির্বাচনি কর্মকর্তাদের দক্ষতার উপর দক্ষ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। তাই ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু এবং আইনানুগ নির্বাচন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে এবং একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবল। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেনি নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির সদস্য, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, ভোটার রেজিস্ট্রেশন অফিসার, রিভাইজিং অথরিটি, সুপারভাইজার, তথ্যসংগ্রহকারী এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে এবং ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তথ্য সূত্র: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)

Challenges and Strategies to Promote Voter List Updating

Kbd M Alamgir Hossain

The Chief Election Commissioner KM Nurul Huda had unveiled a booklet of the roadmap for the 11th parliamentary polls at the conference room of ETI at Agargaon in the capital. Voter list enrollment is significantly mentioned as one of the seven focal and important issues enlisted in that booklet. On the other hand, Honorable EC Shahadat Hossain Chowdhury sir once said campaign would be triggered to make women voters in huge numbers this time and also would remain alert to resist any attempt to include Rohingyas in the voter list. So it is understood that the present EC is really adamant to make a flawless voter list which is a precondition for fair polls.

Voter registration is a corner stone of the electoral process. If voter updating is flawed, the entire process may be perceived as illegitimate. The EC always plans to embark on a country-wide voter list updating in every year. Officials are sent from house to house to interview all citizens who will be 18 years of age by Jan 1. According to the Electoral rules 2012, the EC is required to update the electoral rules every year. There was a special updation process in 2015. The information of those born on or before Jan 1, 2000 had been collected in 2015. But many were unwilling to register and the registration rate was low. Those who were previously left out are being registered this time. Names of dead voters are removed from the list.

Ex Honorable CEC Dr Shamsul Huda had expressed some pertinent challenges in the light of the first voter enrollment with photograph. Here I would just like to supplement some points with his guidelines:

1. Apathy of women, minority people, and disadvantaged voters and so on towards registration is a continual problem.
2. The most frequent obstacles to women registering are tradition and religion. The reason given is that women cannot go out without male companions or husband's permission
3. In rural areas, many citizens do not understand most of the written registering instructions.
4. Physical insecurity and societal conflict may discourage women who need to walk a long distance to registration centres.
5. Poverty and unemployment that may affect citizens' ability to afford transport.
6. Women also shy away from public declaration of their age and birth dates.
7. Previous NID cards cannot be handed over to the registered voters; as a result duplication may arise.
8. Voter registering equipments and accessories are not available and most of these are out of order after one or two times uses.

9. Lack of technical capacity of some data entry operators affect the quality of output and slow the speed of disposal. Efficient and experienced operators may not be available in the current updating since most of them are still deployed at election offices through outsourcing basis.
10. Difficulties are experienced in capturing the fingerprints of certain categories of people who are specially day labour, brick workers, aged people due to fading of their finger lines.
11. Political workers show reluctance to go to some eligible citizens who might be supporters of contesting candidates.

It is the constitutional obligation of the EC to conduct the voter list updating. But administration, the law enforcers, civil society, political parties, and a part of society are to participate actively in this national programme.

The EC always launches extensive and pragmatic awareness campaigns so that the aforesaid instructions could be smoothly implemented and faults could be averted and none was left out. Text SMS and voice SMS are sent to every cell phone from all mobile phone operators in a few days containing information about voter list update. The EC also conducts ward level campaign with loud speakers. TVs also telecast information about it.

Advertisements are being published in different newspapers to make people of the country aware about the ongoing registration process.

Registration officers oversee the programmes and solve any issues arising during the process and also implement various awareness raising programmes to create a flawless voter list. In the light of this experience, I would like to put up some strategies to promote voter enrolment process:

- 1) Stringent monitoring from the upazila coordination committee should be attributed to the enumerators and LGOs.
- 2) Ansars, BNCC and scouts can play a volunteering role in mobilising the disabled individuals.
- 3) Through FAQ (frequently asked questions) with the eligible citizens, a computer operator who types vital information in the registration centre may play a pivotal role in editing.
- 4) Political parties can buy soft copy and hard copy of draft electoral rolls in order to support verification. The voter list can be read out at the ward and village council meetings in order to solicit the communities' involvement in correcting the list.
- 5) Presently, a lion's share of primary teachers go door to door for data collecting. For ensuring complete motivation and consciousness, all the workers of family planning, social service departments and all the workers of local observational NGOs who are enlisted in EC may be engaged in updating programmes indirectly. Local coordination committee can collect successive reports from them and submit to the EC.
- 6) Concerts participated by popular musicians and celebrities can be arranged at district and divisional levels to promote the participation of citizens in voter registration. Uganda got a positive impact from this strategy.

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

- 7) In order to cancel deceased voters, local government organisation along with concerned health dept should be brought under legal frame work to provide death info and to check local obituaries on a daily basis.
- 8) For technological solution, employees of registration team must be trained up efficiently, recruitment process should be crystal clear and budget should be increased.
- 9) Call centres in urban areas and community radios in remote areas can play an effective role in focusing updating awareness campaign for voter registration.
- 10) Some key considerations for efficiency in enrolment may be judiciously carried out such as speed of data collection, economic and prevalence software, capture of the most suitable photographs, special care on editing personal information as well as birth dates, state of the art reporting and query tools.

It is undeniable that public consciousness as well as concerned authorities' stringent actions is important for this purpose. EC's dynamic and experienced officers have already completed several voter lists with photographs and Cambodia and Kosovo are following these procedures. We do hope no inefficiency, no irresponsibility and no criticism will be focused without presenting a well-accepted voter list if there remains cordial cooperation from all levels. May the observance of National voters day pave the way to carry out all democratic guidelines.

Writer: Upazilla Election Officer, Munshigonj Sadar





FEMBoSA পরিক্রমা

ফাহমিদা সুলাতানা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত Forum of Election Management Bodies of South Asia সংক্ষেপে FEMBoSA এর ৯ম সম্মেলন সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়ে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নুরুল হুদা FEMBoSAর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ২য় বারের মত এই সম্মেলনের আয়োজন করে। ২০১০ সালে পথ চলা শুরু করে এই ফোরাম কালক্রমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করেছে।

পটভূমি: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০০৮ এ ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতির মাধ্যমে সফলভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনি সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ ভোটার নিবন্ধন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন পারস্পরিক এই অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সহযোগিতাকে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেয়ার এবং দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচন কমিশনসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা থেকে একটি আঞ্চলিক ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০১০ সালে ২৯-৩০ মে ঢাকায় Meeting on Cooperation between Election Commissions of South Asia Region শীর্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় যার চূড়ান্তরূপ FEMBoSA ফোরাম।

১ম সম্মেলন: ঢাকাস্থ রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে ১ম সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও মালদ্বীপের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। শ্রীলংকা বন্যা প্লাবিত হওয়ায় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ারপার্সন ও ডেপুটি চেয়ারপার্সন, কমনওয়েলথ সচিবালয়ের প্রতিনিধি, Asian Network for Free Elections (ANFREL) এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। ২৯ মে ২০১০ তারিখ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিজ নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী সম্মেলন আয়োজন ও ফোরাম গঠনের উদ্যোগ গহণের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে ফোরাম গঠনের বিষয়ে একমত হন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ফোরামের খসড়া সনদ প্রস্তুতপূর্বক অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মতামতের জন্য বিতরণ করে। এছাড়া বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচন কমিশনের প্রধানগণ প্রতিবছর একবার মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তী সম্মেলন (২য় সভা) পাকিস্তানে আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়।

২য় সম্মেলন: ‘Conference for Heads of Election Management Bodies of SAARC Member States’ শিরোনামে ফোরামের ২য় সম্মেলন ৮৯- সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে তৎকালীন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সিরাজুল ইসলাম উক্ত সভায় যোগদান করেন। সম্মেলনে স্থায়ী ফোরাম গঠন প্রক্রিয়া, খসড়া সনদ বিষয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন খসড়া সনদের উপর সকলের মতামত গ্রহণের পর সার্কের মহাসচিবের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

৩য় সম্মেলন: ৩০ এপ্রিল - ০২ মে ২০১২ তারিখে ভারতে ‘Third Conference of Heads of Election Management Bodies of SAARC Countries’ শিরোনামে ফোরামের ৩য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের মাননীয় প্রধান নির্বাচন

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

কমিশনার ড. এস ওয়াই কোরেশি স্বাগতিক দেশ হিসাবে প্রথমবারের মত ফোরামের আনুষ্ঠানিক সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে ফোরামের চূড়ান্ত সনদ স্বাক্ষরিত হয়। এই সম্মেলনে ফোরামের নামকরণ করা হয় Forum of Election Management Bodies of South Asia। এছাড়া বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে ফোরামের লোগোর নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়।

৪র্থ সম্মেলন: ২০১৩ সালের অক্টোবরে ভুটানে ১ম বারের মত Forum of Election Management Bodies of South Asia ব্যানারে এবং ‘Sharing Experiences and Resources for Better Electoral Practices in South Asia’ থিমে ফোরামের ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নকশায় ফোরামের লোগো গৃহীত হয় এবং ফোরামের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ FEMBoSA নির্ধারণ করা হয়। সম্মেলনের Rules of Procedure for the Meetings of the FEMBoSA অনুমোদন করা হয়।

৫ম সম্মেলন: ২৯-৩০ নভেম্বর ২০১৪ সালে নেপালে FEMBoSA এর ৫ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫ম সম্মেলনের থিম ছিল ‘Regulating Campaign Finance : Ensuring Free and Fair Elections’ সম্মেলনে ফোরামের মোটো ‘Free and Fair Election: Pride of a Nation’ নির্ধারণ করা হয়। সদস্যদেশের মধ্যে নির্বাচনি শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, বিনিময়, ডকুমেন্টেশন এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে নেপালের কাঠমন্ডুতে South Asia Institute for Democracy and Electoral Studies (SAIDES) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সদস্য দেশের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে ভোটার শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সদস্য সংস্থাসমূহ নিজ নিজ দেশে বর্ষপঞ্জির একটি দিন ভোটার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৬ষ্ঠ সম্মেলন: ‘Autonomy and Independence of EMBs for ensuring free and fair elections’ থিমে FEMBoSA এর ৬ষ্ঠ সম্মেলন অক্টোবর, ২০১৫ সালে শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়। ৬ষ্ঠ সম্মেলনের পাশাপাশি শ্রীলংকার নির্বাচন কমিশন তাদের ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করে। সম্মেলনে নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিবেদীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও উপযোগী নির্বাচনি পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে South Asian Disabilities Organizations-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সম্মতি প্রকাশ করা হয়।

৭ম সম্মেলন: ০২-০৪ আগস্ট, ২০১৬ সালে মালদ্বীপের রাজধানীতে মালেতে FEMBoSA এর ৭ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের থিম ছিল ‘Technology for Credible Elections’। সম্মেলনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির গ্রহণ ও বিকাশ, নির্বাচনি বিরোধ নিষ্পত্তি (ইডিআর) এর পদ্ধতির বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে একমত প্রকাশ করা হয়।

৮ম সম্মেলন: ১৭-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে আফগানিস্তানের কাবুলে FEMBoSA এর ৮ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৮ম সভার থিম ছিল Elections and Dispute Resolution এবং No voter to be left behind। সদস্য দেশের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন, প্রযুক্তি উপকরণ বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে একমত প্রকাশ করা হয়।

৯ম সম্মেলন: ৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ঢাকায় FEMBoSA এর ৯ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের এবারের থিম ছিল Transparency in Electoral Process & Engaging Electoral Stakeholders। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম পি ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণার মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। দুইদিনব্যাপী সম্মেলনে সদস্যদেশ সমূহ থিম ভিত্তিক বিষয়ে স্ব স্ব দেশের অবস্থান তুলে ধরেন। ভোটার ও রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন, নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় সাইবার সিকিউরিটি থ্রেট মোকাবেলা, স্থায়ী ওয়েবসাইট পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী সম্মেলন ভুটানে অনুষ্ঠিত হবে। ১০ম সম্মেলনের থিম ‘Strengthening Institutional Capacity’।

অতিথিদের সম্মানে সম্মেলনের ২য় দিন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার ভ্রমণের মধ্য দিয়ে FEMBoSA এর ৯ম সম্মেলনের সফল আয়োজন সম্পন্ন হয়।

লেখক: সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

বিশ্বব্যাপী নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির চালচিত্র : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

তানজুমা হাসান অর্চি

নারীর ভোটাধিকার বলতে নির্বাচনে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নারীর ভোট প্রদানের অধিকারকে বোঝায়। নারীর ভোটাধিকার নিয়ে পশ্চিমা নারীবাদীরা সোচ্চার হয়ে উঠে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে। এসময় পশ্চিমা নারীবাদী স্কুলগুলো নাগরিক হিসেবে নারীর সমান অধিকার, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতনভাবে আন্দোলন শুরু করে। নারীবাদীরা নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে। এক্ষেত্রে তাদের মৌলিক দাবীর মধ্যে অন্যতম ছিল নির্বাচনী ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। এই অধিকার সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট হয়।

পাশ্চাত্য নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস তিনটি ধারায় বিভক্ত। নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ওয়েভে বা ধারায় নারীর ভোটাধিকার অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে নারীবাদী আন্দোলন চালিত হয়েছিল। নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশেষ করে নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের জন্য। এর ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে অল্প কিছু অঞ্চলে নারীদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম ১৮৮১ সালে আইল অফ ম্যান (যুক্তরাজ্যের একটি স্বশাসিত অঞ্চল) সম্পত্তির অধিকারী নারীদেরকে ভোটাধিকার প্রদান করে। এরপর ১৮৯৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশ নিউজিল্যান্ড নারীদের ভোটাধিকার দেয়। এর ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ১৮৯৫ সালে নারীদের ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়। অস্ট্রেলিয়ায় সামগ্রিকভাবে নারীরা ১৯০২ সালে ভোটাধিকার পায়। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কিছু কিছু উপনিবেশ তথা কলোনীতে নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হলেও ব্রিটেনে নারীরা ভোটাধিকার পায় আরও পরে ১৯১৮ সালে সীমিতভাবে অর্থাৎ ৩০ বছর বয়সী নারী যাদের সম্পত্তি আছে তাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপল অ্যাক্ট সংশোধনের মাধ্যমে ২১ বছর বয়সী সকল নারীর জন্য ভোটাধিকার দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৯ সালে এর সংবিধানের ১৯ তম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের ভোটাধিকার দেয়। ইউরোপের ১ম দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ডের নারীরা ১৯০৭ সালে ভোটাধিকার অর্জন করে। ১৯১৩ সালে নরওয়ে ইউরোপের ২য় দেশ হিসেবে নারীদের পূর্ণ ভোটাধিকার প্রদান করে। জার্মানীতে নারীবাদীদের আন্দোলনের ফলে ১৯১৮ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধকালীন পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনীতিতে নারীর শক্তিশালী অবদান নারীদের রাজনৈতিক অধিকার তথা ভোটাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপের অনেক দেশে নারীদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস ও সুইজারল্যান্ডের নারীরা ভোটাধিকার পায় যথাক্রমে ১৯৩১, ১৯৪৪, ১৯৪৬, ১৯৫২ ও ১৯৭১ সালে। লাতিন আমেরিকার সিংহভাগ দেশ তাদের নারীদের ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি দেয় বিংশ শতাব্দীর ৪০ এর দশকে। তবে মুসলিম বিশ্বে নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির চিত্রটি হতাশাব্যঞ্জক। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এর নেতৃত্বাধীন তুরস্ক মুসলিম দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকার দেয় ১৯৩০ সালে। মধ্যপ্রাচ্যের বেশকিছু মুসলিম দেশ একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এসে অতি সাম্প্রতিক নারীদের ভোটাধিকারকে সমর্থন দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাতে। এদেশগুলো যথাক্রমে ২০০১, ২০০৫ ও ২০০৬ সালে নারীদের ভোট প্রদানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বে সর্বশেষ দেশ হিসেবে সৌদি আরব ২০১১ সালে নারীদের ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও সৌদি নারীরা ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো পৌরসভা নির্বাচনে ভোট প্রদানের সুযোগ পায়।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯

এবার আমরা বিশ্ব থেকে আমাদের দেশের দিকে নজর দিব। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশরা ভারতের জন্য ১৯১৯ সালে যে প্রাদেশিক শাসন আইন প্রণয়ন করে সেখানে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯২১ সালে মাদ্রাজ সম্পদশালী ও শিক্ষিত নারীদের ভোটাধিকার দেয়। তবে বেংগল প্রদেশ প্রাদেশিক শাসন আইনে প্রদত্ত নারীদের ভোটাধিকার প্রত্যাখ্যান করলে এ অঞ্চলের নারীবাদীরা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তাদের ভোটাধিকারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে শুরু করে।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ রাজ নারীদের জন্য বিশেষ নির্বাচক মন্ডলী ও বিশেষ আসন রাখার ব্যবস্থা করে যা বেশিরভাগ নারীনেত্রী প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা পূর্ণ ভোটাধিকার চায়। ১৯৩১ সালে কংগ্রেস সর্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়ার জন্য ওয়াদা করে ১৯৪৭ সালে তারা পুরুষ মহিলা নিবিশেষে সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রচলন করে।

পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান ব্রিটিশ রাজ এর অংশ থাকায় এ অঞ্চলেও নারীরা এই সময়ে ভোটাধিকার পায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলাদেশ ভূখণ্ড পাকিস্তানের অংশ থাকায় বাংলাদেশের নারীরাও পূর্ণাঙ্গ ভোটাধিকার পায়। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়ে ১৯৭২ সালে নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। এ সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

আর বিশ্বপরিমন্ডলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাতিসংঘ নারীদের ভোটাধিকারকে উৎসাহিত করতে থাকে। ১৯৮১ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ (সিডো) নামক সনদ গৃহীত হয়। এস নদটিতে নারীর ভোটাধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

লেখক: নির্বাচন কর্মকর্তা, ও সহকারী সচিব (সংযুক্ত), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা





ভোটার দিবস উদযাপন ও Physically Challenged ভোটার

মোঃ আশরাফুল আলম

স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ ৪৮ বছর পর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রথমবারের মতো ১ মার্চ ২০১৯ তারিখে 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থাপনাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াসে বর্তমান নির্বাচন কমিশন জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত এমন মহৎ উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'ভোটার হব, ভোট দেব'। এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার প্রধান নিয়ামককে নির্দেশ করে। দেশের মূল শ্রোতধারার জনগণের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে পারলে ভোটার দিবস উদযাপন পুরোপুরি স্বার্থক হতে পারে। ভোটার হওয়া এবং ভোট প্রদান করা সকল শ্রেণীর প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে না পারলে ব্যক্তির এই অধিকার ভুলুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠী কোনো না কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতার শিকার। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ প্রতিবন্ধী। সে হিসেবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯০ লাখ ভোটার রয়েছে। যা মোট ভোটারের প্রায় ৯%। জাতীয় সংসদসহ সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার নিশ্চিতকল্পে নির্বাচন কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান ভোটার নিবন্ধন ফরমের ২১ নং ক্রমিকে ভোটার কোন ধরণের প্রতিবন্ধিতার শিকার কি না তার ব্যবস্থা সংযোজন করা হলেও বাংলাদেশে মোট প্রতিবন্ধী ভোটারের প্রকৃত সংখ্যা কত তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা যায়নি। ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রতিবন্ধীত্ব শনাক্তকরণের কোন ব্যবস্থা থাকলে কোন ভোটকেন্দ্রে কতজন প্রতিবন্ধী ভোটার রয়েছেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করে তাদের ভোট প্রদানে প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধী সংগঠনের দাবী অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রতিবন্ধী সহায়ক কিছু ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে; তার মধ্যে প্রতিবন্ধী ভোটারদের দ্রুত ভোটগ্রহণ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য নিজস্ব সহকারী, নিচুতলায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন, প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ে নির্বাচন ও ভোটগ্রহণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়গুলোসহ সময়োপযোগী আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ সন্নিবেশিত করা গেলে প্রতিবন্ধী ভোটারদের প্রকৃত অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে বৃহৎ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ভোটার তালিকাত্ত্বিত্ব করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। নির্বাচনে যাতে তারা প্রার্থী, সমর্থক, প্রচারক ও নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরী। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় ৯০ লাখ প্রতিবন্ধী ভোটার সহায়ক পরিবেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটাধিকার প্রয়োগের পরিবেশ পেলে শুধু তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না; একই সাথে শক্তিশালী ও সুসংহত হবে আমাদের গণতন্ত্রও।

লেখক: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

সাহিত্য বিভাগ

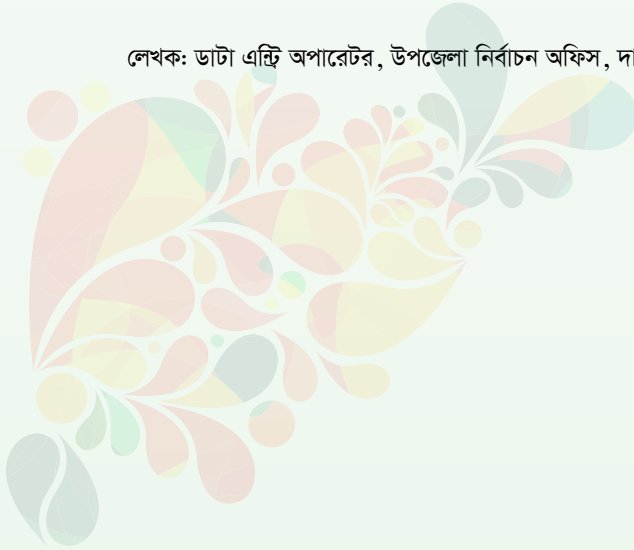
কবিতা

“জয়”

মোঃ শামিমুল হক

জাতীয় ভোটার দিবসের জয়
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের জয়, সেই ভোটার দিবসের জয়
বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জয়
ভোটার দিবসের জয়।
অসহায় সেই শহীদ মায়ের বহু কষ্টের বিনিময়ে জয়,
সেই ভোটার দিবসের জয়
মহান স্বাধীনতা দিবসের জয়
বাংলায় ভোটার দিবসের জয়।
কৃষক, শ্রমিক তাঁতী, জেলেসহ সকলের জয়
ভোটার দিবসের জয়
জয় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জয়
জাতীয় ভোটার দিবসের জয়।

লেখক: ডাটা এন্টি অপারেটর, উপজেলা নির্বাচন অফিস, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা



ভোটার দিবস আজ

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন

এলরে পহেলা মার্চ
ভোটার দিবস আজ
জাগবে জাতি
জানবে তার ক্ষমতার কারুকাজ

১৮ বছরে পাবে নাগরিক
ভোটাধিকার ফিরিয়া
করবে প্রমাণ ভোটার মাধ্যমে
সরকার গঠন করিয়া।

ভোটাধিকার ক্ষমতা ভোটারের কাছে
আছে তা অক্ষুণ্ন
প্রয়োগ করবে দেশ গঠনে
হতে দেবেনা ক্ষুণ্ন।

জানো হে জাতি আজ
ভোটাধিকার প্রয়োগের কাজ
ব্যালট কিংবা ইভিএমের মাধ্যমে
গড় দেশের তাজ।

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সকল জাতির কাছে
ভোটাধিকার রয়েছে সমান ভাবে সকল জাতির মাঝে।
গণতন্ত্রের দেশে যদিনা কর ভোটাধিকারের প্রয়োগ
জেনে রেখ আনবে ডেকে দেশের জন্য দুর্ভোগ।

তাইতো বলি শোন হে জাতি,
ভোটার দিবসের দিনে
যোগদানকর ভোটার দিবসের সকল আয়োজনে
জানো দেশকে
জানো নিজেকে
জানো ভোটাধিকারের বল
এই নিয়ে সবে উৎসবে মাতো
দেখাও তোমার বল.....

লেখক: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, উপজেলা নির্বাচন অফিস, রাজাপুর, ঝালকাঠি

NID নিয়ে গান

মোঃ শহিদুল ইসলাম সরকার

ও ভাইজান, বুবুজান
শুইনা যান, শুইনা যান
যে কথাটি কইনু আমি
নয়ত সেটা তেমন দামী
তবু সেটা ঘরে ঘরে
দেশবাসী সবার তরে
জানা প্রয়োজন।

ভোটার আপনি হইছেন কিনা
NID কার্ড পাইছেন কিনা
তা নাহলে পারবেন না কেউ
প্রার্থী হয়ে করতে নির্বাচন।

আপনার NID কার্ড না হলে
পড়তে পারেন জঞ্জালে
চাকরি বাকরি সকল ক্ষেত্রে
NID কার্ড দরকারী এখন।

আপনার নিজের নামের NID কার্ড
আছে কিনা ঠিকঠাক
করতে হলে সংশোধন
উপজেলা নির্বাচন
কর্মকর্তার বরাবরে
করবেন আবেদন।

লেখক: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আটোয়ারী, পঞ্চগড়

ভোটার দিবস

মিতুল আহমেদ

তরুণ যুবাদের খুশির দিন,
মার্চ মাসের প্রথম দিন।
ভোটার হোন ভোট দিন,
নাগরিক অধিকার বুঝে নিন।

ভোটার হতে করুন নিবন্ধন।
ভোটাধিকার দেবে,
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

ভোটার দিবস করবো পালন,
দেশ প্রেম করে লালন।
আমার ভোটেই হয় যেন, ভাই-
আমার দেশের উন্নয়ন।

লেখক: মেশিন অপারেটর, আইডিয়া প্রকল্প

এ্যালবাম



মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে বঙ্গভবনে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সৌজন্য সাক্ষাত



মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন

সু্যভিনির ফটো এ্যালবাম



উপজেলা নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা



জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং

সু্যভিনির ফটো এ্যালবাম



জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন গ্রহণ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার



মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করছেন

সু্যভিনির ফটো এ্যালবাম



জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সোনারগাঁও হোটেলে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করা হচ্ছে

সু্যভিনির ফটো এ্যালবাম



একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা



জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির ব্রিফিং

সুভিনির ফটো এ্যালবাম



জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির ব্রিফিং



জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির ব্রিফিং

সু্যভিনির ফটো এ্যালবাম



একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহকারি রিটার্নিং অফিসারদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং



একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে মহিলা ভোটারদের লাইন

সু্যভিনির ফটো এ্যালবাম



একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল পরিবেশন কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ

সুভিনির ফটো এ্যালবাম



একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনোত্তর ধন্যবাদ জ্ঞাপন



একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনোত্তর ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সু্যভিনির ফটো এ্যালবাম



ফেমবোসার ৯ম সম্মেলন ২০১৮, বিদায়ী চেয়ারম্যান বর্তমান চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে ফেমবোসার রেপ্লিকা হস্তান্তর করেন



ফেমবোসার ৯ম সম্মেলন ২০১৮



নির্বাচন ভবন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

